মহানগর টেলিফোন নিগম লিমিটেড

বনাম

কানাড়া ব্যাংক ও অন্যান্যরা

(দেওয়ানি আপিল নং ৬২০২-৬২০৫/২০১৯)

০৮ আগস্ট, ২০১৯

[অভয় মনোহর সাপ্রে এবং ইন্দু মালহোত্রা,বিচারপতিদ্বয়]

সালিসি ও নিষ্পত্তি আইন, ১৯৯৬:

সালিসি চুক্তি – বৈধ সালিসি চুক্তির অস্তিত্ব – সালিসি কার্যক্রমে সহায়ক সংস্থাকে সংযুক্ত করা – তথ্য অনুযায়ী, আপিলকারী এবং উত্তরদাতা নং ১ ও তার সহায়ক সংস্থা, উত্তরদাতা নং ২-এর মধ্যে লেনদেন – উত্তরদাতা নং ২ আপিলকারীর উত্থাপিত বন্ডগুলিতে সাবস্ক্রাইব করে এবং পরবর্তীতে বন্ডগুলি তার হোল্ডিং কোম্পানি-উত্তরদাতা নং ১-এর কাছে হস্তান্তর করে – আপিলকারীর বক্তব্য যে, যেহেতু উত্তরদাতা নং ২ বন্ডগুলির সম্পূর্ণ বিক্রয়মূল্য পরিশোধ করেনি, আপিলকারী বন্ডগুলির বরাদ্দ বাতিল করতে বাধ্য হয় – সালিসির মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একজন সালিস নিয়োগ – পক্ষগুলির মধ্যে বৈধ সালিসি চুক্তির অস্তিত্ব নিয়ে আপিলকারীর আপত্তি এবং উত্তরদাতা নং ২-কে সালিসিতে পক্ষ হিসাবে সংযুক্ত করার বিষয়ে উত্তরদাতা নং ১-এর আপত্তি, যেহেতু উত্তরদাতা নং ২ সালিসি চুক্তির পক্ষ ছিল না, তাকে কার্যক্রমে যুক্ত করা যাবে না – রায়ঃ আপিলকারী এবং উত্তরদাতা নং ১-এর মধ্যে বিরোধ সালিসিতে পাঠানোর চুক্তি পক্ষগুলির মধ্যে আদান-প্রদান করা নথি এবং কার্যধারা থেকে প্রমাণিত এবং এটি চূড়ান্ত ও নিষ্পত্তিমূলক – আপিলকারী হাইকোর্টের সামনে বিরোধ সালিসিতে পাঠানোর সম্মতি দেওয়ার পর, এখন এই মর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অস্বীকার করতে পারবে না যে পক্ষগুলিকে সালিসিতে পাঠানোর কোনো লিখিত চুক্তি ছিল না – উত্তরদাতা নং ১ সালিসির কাছে তার দাবিপত্র দাখিল করেছিল, এবং আপিলকারী দাবিপত্রের জবাব দাখিল করেছিল, এবং উত্তরদাতা নং ১-এর বিরুদ্ধে একটি পাল্টা দাবিও করেছিল, যা একটি সালিসি চুক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ গঠন করবে, এবং একইটি অন্য পক্ষ দ্বারা অস্বীকার করা হয়নি – সালিসি কার্যক্রমে উত্তরদাতা নং ২-কে সংযুক্ত করার আপত্তির বিষয়ে, উত্তরদাতা নং ২-এর অনুপস্থিতিতে কেবল আপিলকারী এবং উত্তরদাতা নং ১-এর মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে,

যেহেতু অবিসংবাদিতভাবে, মূল লেনদেন আপিলকারী এবং উত্তরদাতা নং ২-বন্ডের মূল ক্রেতার মধ্যে একটি লেনদেন থেকে উদ্‌ভূত হয়েছিল – সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ না করার কারণে আপিলকারীর দ্বারা বন্ড বাতিলের ফলে বিরোধের সৃষ্টি হয় – বন্ড ইস্যু করা, উত্তরদাতা নং ২ দ্বারা উত্তরদাতা নং ১-এর কাছে তার পরবর্তী হস্তান্তর, এবং আপিলকারীর দ্বারা বাতিলকরণের মধ্যে একটি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে, যা তিন পক্ষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেছে – সুতরাং, উত্তরদাতা নং ২ সালিসি কার্যক্রমের একটি অপরিহার্য ও যথাযথ পক্ষ – লেনদেনের ত্রি-পক্ষীয় প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, বিরোধগুলির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কেবল তখনই সম্ভব হবে যখন তিনটি পক্ষই সালিসি কার্যক্রমে যুক্ত হবে, যাতে লম্বনি বিরোধগুলির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় – উত্তরদাতা নং ২ হাইকোর্টের সামনে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে, এবং বিরোধ কমিটির সামনে, একক সালিসির সামনে তার নিজস্ব আইনজীবী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছে – উত্তরদাতা নং ১ হাইকোর্টের সামনে দাখিল করেছিল, উত্তরদাতা নং ২-কে যুক্ত করেছিল, যদিও তাকে একটি নামমাত্র পক্ষ হিসাবে যুক্ত করা হয়েছিল – উত্তরদাতা নং ২-কে সালিসি কার্যক্রমে পক্ষ হিসাবে যুক্ত করার আপত্তি উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা উত্থাপিত হয়েছিল, উত্তরদাতা নং ২ দ্বারা নয় – উত্তরদাতা নং ১ কর্তৃক উত্তরদাতা নং ২-কে বিরোধের পক্ষ হিসাবে যুক্ত করার বিরোধিতা করে উত্থাপিত আপত্তিতে কোনো সারবত্তা নেই – উত্তরদাতা নং ১ আপিলকারীর কাছে একটি খসড়া সালিসি চুক্তি সংযুক্ত করেছিল, যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে সালিসি তিন পক্ষের মধ্যে হবে অর্থাৎ উত্তরদাতা নং ১ এবং উত্তরদাতা নং ২ প্রথম পক্ষের হিসাবে, এবং আপিলকারী দ্বিতীয় পক্ষের হিসাবে – সালিসি কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার জন্য উত্তরদাতা নং ২-এর দ্বারা একটি নিহিত বা মৌন সম্মতি ছিল, যা পক্ষগুলির আচরণ থেকে স্পষ্ট – উত্তরদাতা নং ২ বিরোধ কমিটি, হাইকোর্ট, একক সালিসির সামনে এবং এই আপিলে এই আদালতের সামনে তার নিজস্ব আইনজীবী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে – পক্ষগুলির স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল উত্তরদাতা নং ১ এবং তার সহায়ক সংস্থা-উত্তরদাতা নং ২ উভয়কে কার্যধারার সাথে আবদ্ধ করা – সালিসিতে তিনটি পক্ষই যুক্ত না হলে বিরোধগুলির কোনো চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হতে পারে না – একক সালিসির সামনে বিচারাধীন সালিসি কার্যক্রমে উত্তরদাতা নং ২-কে যুক্ত করার জন্য কোম্পানিগুলির গোষ্ঠী মতবাদ প্রয়োগ করা হয়েছে – একক সালিসির কাছে বিষয়টি ফেরত পাঠানো হয়েছে সালিসি কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য।

সালিসি চুক্তি – বৈধ সালিসি চুক্তির অস্তিত্ব – রায়: সালিসি চুক্তি হলো পক্ষগুলির মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি, যা তাদের বিদ্যমান বা ভবিষ্যতের বিরোধ বা মতপার্থক্য সালিসিতে পেশ করার জন্য করা হয় – একটি বৈধ সালিসি চুক্তি হলো সেই ভিত্তি যার উপর সালিসি প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে – বিরোধগুলি সালিসির মাধ্যমে সমাধান করার জন্য একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি পক্ষগুলিকে সালিসিতে পাঠানোর জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত– একটি সালিসি চুক্তির অপরিহার্য উপাদান বা বৈশিষ্ট্য হলো তাদের বিরোধ বা মতপার্থক্য সালিসিতে পাঠানোর চুক্তি, যা একটি চুক্তির ধারা, পৃথক চুক্তি, বা পক্ষগুলির মধ্যে আদান-প্রদান করা নথি/পত্রালাপ থেকে স্পষ্টভাবে বা নিহিতভাবে প্রতীয়মান হয় – যদি প্রাথমিকভাবে দেখানো যায় যে পক্ষগুলি একই মতাবলম্বী ছিল, যদিও অন্য পক্ষ একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তিতে স্বাক্ষর নাও করে থাকতে পারে, তবে এটি তাকে চুক্তির অধীনে দায়বদ্ধতা থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না – পক্ষগুলির অভিপ্রায় অবশ্যই চুক্তির শর্তাবলী, পক্ষগুলির আচরণ এবং আদান-প্রদান করা পত্রালাপ থেকে অনুমান করতে হবে, পক্ষগুলির মধ্যে একটি বাধ্যতামূলক চুক্তির অস্তিত্ব নিশ্চিত করার জন্য – যদি নথিপত্রগুলি দেখায় যে পক্ষগুলি একই মতাবলম্বী ছিল এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলীতে প্রকৃতপক্ষে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছিল, তাহলে এটিকে একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি হিসাবে গণ্য করা হবে – 'সালিসি চুক্তি'কে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে পক্ষগুলির অভিপ্রায় কার্যকর হয়, কেবল কারিগরি ত্রুটির জন্য এটিকে অবৈধ করা না হয়।

মতবাদসমূহ: কোম্পানিগুলির গোষ্ঠী মতবাদ – প্রয়োগ –রায়: কোম্পানিগুলির গোষ্ঠী মতবাদ একটি অ-স্বাক্ষরকারী পক্ষকে সালিসি চুক্তির মাধ্যমে আবদ্ধ করার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে যেখানে পক্ষগুলির আচরণ স্বাক্ষরকারী এবং অ-স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষকে আবদ্ধ করার একটি স্পষ্ট অভিপ্রায় প্রমাণ করে – আদালত এবং ট্রাইব্যুনালগুলি এই মতবাদটি প্রয়োগ করে একটি গোষ্ঠীর অ-স্বাক্ষরকারী সদস্যকে যুক্ত করেছে, যদি তারা সন্তুষ্ট হয় যে পক্ষগুলির সাধারণ অভিপ্রায়ের দ্বারা অ-স্বাক্ষরকারী সংস্থা চুক্তির একটি অপরিহার্য পক্ষ ছিল – 'গ্রুপ অফ কোম্পানিজ' মতবাদ আধুনিক বহু-পক্ষীয় ব্যবসায়িক লেনদেনের প্রেক্ষাপটে সালিসির জন্য একটি চুক্তিতে নিহিত সম্মতি নির্দেশ করে – এই মতবাদ বিধান করে যে একটি অ-স্বাক্ষরকারী পক্ষ সালিসি চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ হতে পারে যেখানে মূল বা হোল্ডিং কোম্পানি, অথবা কোম্পানিগুলির গোষ্ঠীর একটি সদস্য সালিসি চুক্তির স্বাক্ষরকারী এবং গোষ্ঠীর অ-স্বাক্ষরকারী সত্তা বাণিজ্যিক চুক্তির আলোচনা বা সম্পাদনে নিযুক্ত ছিল,

অথবা চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার অভিপ্রায় নির্দেশ করে বিবৃতি দিয়েছে, তবে অ-স্বাক্ষরকারীও সংশ্লিষ্ট চুক্তিগুলির দ্বারা আবদ্ধ হবে এবং উপকৃত হবে – পরিস্থিতিগুলি হলো যদি সালিসি চুক্তির স্বাক্ষরকারী পক্ষের মধ্যে একটি সরাসরি সম্পর্ক থাকে; বিষয়বস্তুর সরাসরি সাধারণতা; পক্ষগুলির মধ্যে লেনদেনের যৌগিক প্রকৃতি।

আংশিকভাবে আপিল মঞ্জুর করে, আদালত

রায়ঃ **বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার** মতে একটি বৈধ সালিসি চুক্তির অস্তিত্ব

১.১ একটি বৈধ সালিসি চুক্তি সালিসির মূল ভিত্তি। একটি সালিসি চুক্তি হলো পক্ষগুলির মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি, যেখানে তারা তাদের বর্তমান বা ভবিষ্যতের বিরোধ বা মতপার্থক্য সালিসির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে সম্মত হয়। একটি বৈধ সালিসি চুক্তি হলো সেই মূল ভিত্তি যার উপর সালিসি প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ কাঠামো গঠিত। বিরোধগুলি সালিসির মাধ্যমে সমাধান করার জন্য একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি হলো পক্ষগুলিকে সালিসিতে পাঠানোর জন্য অপরিহার্য শর্ত। সালিসি চুক্তির কোনো নির্দিষ্ট রূপের প্রয়োজন নেই। যা নির্ণয় করা প্রয়োজন তা হলো সালিসির মাধ্যমে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য পক্ষগুলির অভিপ্রায়। একটি সালিসি চুক্তির অপরিহার্য উপাদান বা বৈশিষ্ট্য হলো তাদের বিরোধ বা মতপার্থক্য সালিসিতে পাঠানোর চুক্তি, যা একটি চুক্তির ধারা, পৃথক চুক্তি, অথবা পক্ষগুলির মধ্যে আদান-প্রদান করা নথি/পত্রালাপ থেকে স্পষ্টভাবে বা নিহিতভাবে প্রতীয়মান হয়।

১.২ সালিসি ও নিষ্পত্তি আইন, ১৯৯৬-এর ৭(৪)(খ) ধারা অনুযায়ী, একটি সালিসি চুক্তি চিঠিপত্র, টেলেক্স, টেলিগ্রাম বা যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যম, ইলেকট্রনিক মাধ্যম সহ, আদান-প্রদান থেকে উদ্ভূত হতে পারে। ২০১৫ সালের সংশোধনী আইন ৭(৪)(খ) ধারায় "ইলেকট্রনিক মাধ্যম সহ যোগাযোগ" শব্দগুলি যুক্ত করেছে। যদি প্রাথমিকভাবে দেখানো যায় যে পক্ষগুলি একই মতাবলম্বী ছিল, যদিও অন্য পক্ষ একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তিতে স্বাক্ষর নাও করে থাকতে পারে, তবে এটি তাকে চুক্তির অধীনে দায়বদ্ধতা থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না।

১.৩ সালিসি চুক্তিগুলি আইন, সংবিধিবদ্ধ উপকরণ এবং অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক নথিপত্রের সাধারণ নির্মাণ নীতি অনুসারে ব্যাখ্যা করা হবে। পক্ষগুলির মধ্যে একটি বাধ্যতামূলক চুক্তির অস্তিত্ব নিশ্চিত করার জন্য চুক্তির শর্তাবলী, পক্ষগুলির আচরণ এবং আদান-প্রদান করা চিঠিপত্র থেকে পক্ষগুলির অভিপ্রায় অনুমান করতে হবে। যদি নথিপত্রগুলি দেখায় যে পক্ষগুলি একমত ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলীতে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছিল, তাহলে এটিকে একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি হিসাবে গণ্য করা হবে। একটি চুক্তির অর্থ সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে সংগ্রহ করতে হবে এবং একটি পণ্ডিতসুলভ ও আইনি ব্যাখ্যা দ্বারা এটিকে ব্যর্থ হতে দেওয়া উচিত নয়। একটি বাণিজ্যিক নথিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে চুক্তির কার্যকারিতা দেওয়া যায়, এটিকে অবৈধ না করে। একটি 'সালিসি চুক্তি' হলো পক্ষগুলির মধ্যে একটি বাণিজ্যিক নথি এবং এটিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে পক্ষগুলির অভিপ্রায় কার্যকর হয়, কেবল কারিগরি ত্রুটির জন্য এটিকে অবৈধ করা না হয়। একটি সালিসি চুক্তি বা সালিসি ধারা ব্যাখ্যা বা নির্মাণের ক্ষেত্রে, আদালতের কর্তব্য হবে এটিকে আইনের অনুমোদিত সীমার মধ্যে কার্যক্ষম করে তোলা। পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ সালিসির মাধ্যমে নিষ্পত্তির অভিপ্রায় কার্যকর করার জন্য একটি সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু এটি একটি বাণিজ্যিক চুক্তি, তাই সালিসি ধারাকে একটি আইনের ক্ষেত্রে যেমন, কেবলমাত্র আইনি মানসিকতা নিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

এনারকন (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম এনারকন জিএমবিএইচ (২০১৪) ৫ এসসিসি ১ : [২০১৪] ২ এসসিআর ৮৫৫ – নির্ভর করা হয়েছে।

১.৪ এমটিএনএল এবং কানারা ব্যাংকের মধ্যে বিরোধ সালিসিতে পাঠানোর চুক্তি পক্ষগুলির মধ্যে আদান-প্রদান করা নথি এবং কার্যধারা থেকে প্রমাণিত। একটি বিচারিক আদেশে লিপিবদ্ধ পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিটি পক্ষগুলির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির চূড়ান্ত এবং নিষ্পত্তিমূলক প্রমাণ। আপিলকারী-এমটিএনএল হাইকোর্টের সামনে বিরোধ সালিসিতে পাঠানোর সম্মতি দেওয়ার পর, এখন এই মর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধাগ্রস্ত হবে যে পক্ষগুলিকে সালিসিতে পাঠানোর কোনো লিখিত চুক্তি ছিল না। উপরন্তু, ধারা ৭(৪)(গ) বিধান করে যে দাবি এবং প্রতিরক্ষার বিবৃতি আদান-প্রদানের আকারে একটি সালিসি চুক্তি থাকতে পারে, যেখানে একটি পক্ষ দ্বারা চুক্তির অস্তিত্ব দাবি করা হয়, এবং অন্য পক্ষ দ্বারা অস্বীকার করা হয় না।

বর্তমান মামলায়, কানারা ব্যাংক সালিসির কাছে তার দাবিপত্র দাখিল করেছিল, এবং এমটিএনএল দাবিপত্রের জবাব দাখিল করে কানারা ব্যাংকের বিরুদ্ধে একটি পাল্টা দাবিও করেছিল। সালিসির কাছে দাখিল করা দাবিপত্র এবং জবাব একটি সালিসি চুক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ গঠন করবে, যা ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৭(৪)(গ) এর অধীনে অন্য পক্ষ দ্বারা অস্বীকার করা হয়নি।

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম ডি. এন. রেভরি অ্যান্ড কোং, (১৯৭৬) ৪ এস. সি. সি ১৪৭: [১৯৭৭] ১ এস. সি. আর ৪৮৩; খারদাহ কোম্পানি লিমিটেড বনাম রায়মন অ্যান্ড কোং (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড। [১৯৬৩] ৩ এস. সি. আর ১৮৩; সাবিত্রী গোয়েঙ্কা বনাম কান্তি ভাই দামিনী ও অন্যান্য, ২০০৯ (১) আরব এল. আর ৩২০ (ডেল) (ডিবি); মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম রামদাস শ্রীনিবাস নায়েক (১৯৮২) ২ এস. সি. সি ৪৬৩: [১৯৮৩] ১ এস. সি. আর ৮; চিত্রা কুমারী বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০০১) ৩ এস. সি. সি ২০৮-উল্লিখিত।

সালিসি কার্যক্রমে ক্যানফিনার সংযুক্তি

২.১ চুক্তি আইনের নীতি অনুসারে, একটি গোষ্ঠীর মধ্যে একটি কোম্পানির দ্বারা প্রবেশ করা একটি চুক্তি, একই গোষ্ঠীর অন্য সদস্যদের জন্য বাধ্যতামূলক হতে পারে না, কারণ প্রতিটি কোম্পানি একটি পৃথক আইনি সত্তা যার পৃথক আইনি অধিকার এবং দায়বদ্ধতা রয়েছে। মূল বা সহায়ক কোম্পানি, একটি চুক্তিতে প্রবেশ করে, যদি না এজেন্সি বা প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুসারে কাজ করে, তবে একটি গোষ্ঠীর মধ্যে কেবলমাত্র সেই সত্তাটিই সেই চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ থাকবে। একইভাবে, একটি সালিসি চুক্তিও একই নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং সাধারণত, চুক্তিতে প্রবেশকারী কোম্পানিটিই কেবল এর দ্বারা আবদ্ধ থাকবে।

২.২ একটি অ-স্বাক্ষরকারী পক্ষকে "কোম্পানিগুলির গোষ্ঠী মতবাদ" এর ভিত্তিতে একটি সালিসি চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ করা যেতে পারে, যেখানে পক্ষগুলির আচরণ স্বাক্ষরকারী এবং অ-স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষকে আবদ্ধ করার একটি স্পষ্ট অভিপ্রায় প্রমাণ করে। আদালত এবং ট্রাইব্যুনালগুলি এই মতবাদটি প্রয়োগ করে একটি গোষ্ঠীর অ-স্বাক্ষরকারী সদস্যকে যুক্ত করেছে, যদি তারা সন্তুষ্ট হয় যে অ-স্বাক্ষরকারী কোম্পানিটি পক্ষগুলির সাধারণ অভিপ্রায়ের উল্লেখ অনুসারে চুক্তির একটি প্রয়োজনীয় পক্ষ ছিল।

'কোম্পানিগুলির গোষ্ঠী মতবাদ' আধুনিক বহু-পক্ষীয় ব্যবসায়িক লেনদেনের প্রেক্ষাপটে সালিসি করার চুক্তিতে নিহিত সম্মতি নির্দেশ করে। এই মতবাদটি সালিসি মামলায় আদালত ও ট্রাইব্যুনাল দ্বারা প্রয়োগ করা হয়েছে, যেখানে গোষ্ঠীর একটি কোম্পানি একটি সালিসি চুক্তিতে প্রবেশ করে; এবং অ-স্বাক্ষরকারী সহযোগী, ভগ্নী সংস্থা, বা মূল সংস্থা সালিসি চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ বলে বিবেচিত হয়, যদি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি প্রমাণ করে যে স্বাক্ষরকারী এবং গোষ্ঠীর অ-স্বাক্ষরকারী সহযোগী উভয়কেই আবদ্ধ করা সকল পক্ষের পারস্পরিক অভিপ্রায় ছিল। এই মতবাদ বিধান করে যে, একটি অ-স্বাক্ষরকারী পক্ষ একটি সালিসি চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ হতে পারে যদি মূল বা হোল্ডিং কোম্পানি, অথবা কোম্পানিগুলির গোষ্ঠীর একটি সদস্য সালিসি চুক্তির স্বাক্ষরকারী হয় এবং গোষ্ঠীর অ-স্বাক্ষরকারী সত্তা বাণিজ্যিক চুক্তির আলোচনা বা সম্পাদনে নিযুক্ত থাকে, অথবা চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার অভিপ্রায় নির্দেশ করে বিবৃতি দেয়, তাহলে অ-স্বাক্ষরকারীও প্রাসঙ্গিক চুক্তিগুলির দ্বারা আবদ্ধ হবে এবং উপকৃত হবে। যে পরিস্থিতিতে 'কোম্পানিগুলির গোষ্ঠী মতবাদ' একটি মূল কোম্পানির অ-স্বাক্ষরকারী সহযোগীকে আবদ্ধ করার জন্য, অথবা সালিসিতে তৃতীয় পক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে, তা হলো যদি সালিসি চুক্তির স্বাক্ষরকারী পক্ষের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক থাকে; বিষয়বস্তুর সরাসরি সাধারণতা; পক্ষগুলির মধ্যে লেনদেনের যৌগিক প্রকৃতি থাকে। একটি 'যৌগিক লেনদেন' এমন একটি লেনদেনকে বোঝায় যা প্রকৃতিতে পরস্পর সংযুক্ত; অথবা, যেখানে সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এবং সম্মিলিতভাবে বিরোধের উপর প্রভাব ফেলার জন্য সম্পূরক বা সহায়ক চুক্তির সহায়তা, সম্পাদন এবং কার্যকারিতা ছাড়া চুক্তির কার্যকারিতা সম্ভব নাও হতে পারে।

২.৩ 'কোম্পানিগুলির গোষ্ঠী মতবাদ' এমন মামলাগুলিতে প্রয়োগ করা হয়েছে যেখানে একটি সুসংহত গোষ্ঠী কাঠামো রয়েছে যার শক্তিশালী সাংগঠনিক এবং আর্থিক যোগসূত্র রয়েছে, যা একটি একক অর্থনৈতিক ইউনিট বা একক অর্থনৈতিক বাস্তবতা গঠন করে। এই পরিস্থিতিতে, স্বাক্ষরকারী এবং অ-স্বাক্ষরকারী উভয়কেই সালিসি চুক্তির অধীনে একসাথে আবদ্ধ করা হয়েছে।

এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য হবে যখন একটি কোম্পানির তহবিল গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের আর্থিক সহায়তা বা পুনর্গঠনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

২.৪ ক্যানফিনা কানারা ব্যাংকের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি সিকিউরিটিজ ও ব্যাংকিং লেনদেনে অনিয়ম তদন্তের জন্য গঠিত ১৯৯৩ সালের জয়েন্ট কমিটির প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট। পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ ১৯৯২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির লেনদেন থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার মাধ্যমে ক্যানফিনা এমটিএনএল কর্তৃক ভাসমান বন্ডগুলি সাবস্ক্রাইব করেছিল। ক্যানফিনা পরবর্তীতে বন্ডগুলি তার হোল্ডিং কোম্পানি-কানারা ব্যাংকের কাছে হস্তান্তর করে। এমটিএনএল-এর বক্তব্য হলো, যেহেতু ক্যানফিনা বন্ডগুলির সম্পূর্ণ বিক্রয়মূল্য পরিশোধ করেনি, তাই এমটিএনএল অবশেষে বন্ডগুলির বরাদ্দ বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল।

২.৫ ক্যানফিনার অনুপস্থিতিতে কেবলমাত্র এমটিএনএল এবং কানারা ব্যাংকের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করার প্রচেষ্টা বৃথা হবে, যেহেতু এটি অবিসংবাদিত যে, মূল লেনদেন এমটিএনএল এবং ক্যানফিনা-বন্ডের মূল ক্রেতার মধ্যে একটি লেনদেন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ না করার কারণে এমটিএনএল কর্তৃক বন্ড বাতিলের ফলে বিরোধের সৃষ্টি হয়। বন্ড ইস্যু করা, ক্যানফিনা কর্তৃক কানারা ব্যাংকের কাছে তার পরবর্তী হস্তান্তর এবং এমটিএনএল কর্তৃক বাতিলকরণের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে, যা তিনটি পক্ষের মধ্যে বিরোধের জন্ম দিয়েছে। অতএব, ক্যানফিনা নিঃসন্দেহে সালিসি কার্যধারার জন্য একটি অপরিহার্য এবং যথাযথ পক্ষ।

২.৬ লেনদেনের ত্রি-পক্ষীয় প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, বিরোধগুলির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কেবল তখনই সম্ভব হবে যখন তিনটি পক্ষই সালিসি কার্যধারায় যোগ দেবে, যাতে এখন ২৬ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিচারাধীন বিরোধগুলি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয়। ক্যানফিনা হাইকোর্ট এবং বিরোধ কমিটির সামনে কার্যধারায় অংশগ্রহণ করেছে। ক্যানফিনা একক সালিসির সামনেও তার পৃথক আইনজীবী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছে। কানারা ব্যাংক হাইকোর্টে যে মামলা দায়ের করেছিল, তাতে ক্যানফিনাকে উত্তরদাতা নং ২ হিসাবে যুক্ত করা হয়েছিল, যদিও তাকে একটি নামমাত্র পক্ষ হিসাবে যুক্ত করা হয়েছিল। ক্যানফিনা হাইকোর্টের সামনে রিট কার্যধারায় আইনজীবী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

ক্যানফিনার আইনজীবী যদিও দুটি তারিখে, অর্থাৎ ১৬.০৯.২০১১ এবং ২১.১০.২০১১ তারিখে উপস্থিত ছিলেন না, যখন হাইকোর্ট বিরোধ সালিসিতে পাঠানোর জন্য পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি লিপিবদ্ধ করে। এমটিএনএল হাইকোর্টের সামনে নিবেদন করেছিল যে সালিসি শুরু হওয়ার আগে কানারা ব্যাংকের ক্যানফিনার দায় গ্রহণ করতে সম্মত হওয়া উচিত। হাইকোর্ট লিপিবদ্ধ করে যে, সালিসি কার্যক্রমের আগে কানারা ব্যাংককে ক্যানফিনার দায় গ্রহণ করতে সম্মত হওয়ার কোনো আবশ্যকতা নেই। এই বিষয়টি সালিসিতে নিষ্পত্তি হবে।

২.৭ একক সালিসির সামনে সালিসি কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর, সালিসি ক্যানফিনা সহ তিনটি পক্ষকেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে, যেখানে ক্যানফিনা তার আইনজীবীর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করে। সালিসি কার্যক্রমে ক্যানফিনাকে পক্ষ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার আপত্তি কানারা ব্যাংক দ্বারা উত্থাপিত হয়েছিল, ক্যানফিনা দ্বারা নয়। ক্যানফিনাকে বিরোধের পক্ষ হিসাবে যুক্ত করার বিরোধিতা করে কানারা ব্যাংক কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তিতে কোনো সারবত্তা নেই। কানারা ব্যাংক চিঠির মাধ্যমে এমটিএনএল-এর কাছে একটি খসড়া সালিসি চুক্তি সংযুক্ত করেছিল, যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে সালিসি তিনটি পক্ষের মধ্যে হবে—কানারা ব্যাংক এবং ক্যানফিনা প্রথম পক্ষের হিসাবে, এবং এমটিএনএল দ্বিতীয় পক্ষের হিসাবে।

২.৮ বর্তমান মামলাটি উত্তরদাতা নং ২-ক্যানফিনার দ্বারা সালিসি কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য নিহিত বা মৌন সম্মতির একটি উদাহরণ, যা পক্ষগুলির আচরণ থেকে স্পষ্ট। উত্তরদাতা নং ২-ক্যানফিনা বিরোধ কমিটি, হাইকোর্ট, একক সালিসির সামনে এবং এই আপিলে এই আদালতের সামনে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে এবং তার পৃথক আইনজীবী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছে। পক্ষগুলির কানারা ব্যাংক এবং তার সহায়ক সংস্থা-ক্যানফিনা উভয়কেই কার্যধারার সাথে আবদ্ধ করার একটি স্পষ্ট অভিপ্রায় ছিল। তিনটি পক্ষই সালিসিতে যুক্ত না হলে বিরোধগুলির কোনো চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হতে পারে না।

২.১০ কোম্পানিগুলির গোষ্ঠী মতবাদ একক সালিসির সামনে বিচারাধীন সালিসি কার্যক্রমে ক্যানফিনা অর্থাৎ উত্তরদাতা নং ১-কানারা ব্যাংকের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থাকে যুক্ত করার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। বিষয়টি একক সালিসির কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে সালিসি কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য এবং যত দ্রুত সম্ভব তা শেষ করার জন্য।

ও.এন.জি.সি. বনাম কমিশনার অফ সেন্ট্রাল এক্সাইজ (১৯৯৫) সম্পূরক ৪ এসসিসি ৫৪১; ইলেক্ট্রনিক্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লি. বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য (২০১১) ৩ এসসিসি ৪০৪ : [২০১১] ২ এসসিআর ৯৭১; ক্লোরো কন্ট্রোলস ইন্ডিয়া (পি) লি. বনাম সেভার্ন ট্রেন্ট ওয়াটার পিউরিফিকেশন ইনক., (২০১৩) ১ এসসিসি ৬৪১ : [২০১২]১৩ এসসিআর ৪০২; এসইআই আধাভান পাওয়ার প্রা. লি. বনাম জিন্নেং ক্লিন এনার্জি টেকনোলজি লি. ও অন্যান্য ২০১৮ (৪) সিটিসি ৪৬; অমিত লাল চাঁদ শাহ বনাম ঋষভ এন্টারপ্রাইজেস, (২০১৮) ১৫ এসসিসি ৬৭৮ : [২০১৮] ৬ এসসিআর ১০০১ – উল্লেখিত।

ডাউ কেমিক্যাল বনাম আইসোভার-সেন্ট-গোবাইন্ড ১৯৮৪ রেভ আর্ব ১৩৭; ১১০ জেডিআই ৮৯৯ (১৯৮৩) গ্যারি বি. বর্ন: ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল সালিসি, ভল. ১, ২০০৯, পৃষ্ঠা ১১৭০-১১৭১ - উল্লেখিত।

বিচারপতি **অভয় মনোহর সাপ্রে**: (পরিপূরক):

সিদ্ধান্ত:

১.১ চুক্তিটি মূলত পক্ষগুলি, অর্থাৎ আপিলকারী, উত্তরদাতা নং ১ এবং ক্যানফিনার মধ্যে একটি ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি। পক্ষগুলির মধ্যে আদান-প্রদান করা নথি, আবেদন এবং আদালতের আদেশ থেকে এটি স্পষ্ট। বিরোধের প্রকৃতি পরীক্ষা করলেও এটি স্পষ্ট হয়। এটি তিনটি পক্ষের মধ্যে এত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত যে, এটি কার্যকরভাবে নিষ্পত্তি করা সম্ভব কেবল তখনই যখন তিনটি পক্ষকেই সালিসি কার্যক্রমের পক্ষ করা হবে।

১.২ একবার আইনের ধারা ৭(৪)(খ) এবং (গ)-এর প্রয়োজনীয়তাগুলির আলোকে তথ্যগুলির উপর বিষয়টি পরীক্ষা করা হলে, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে কোনো দ্বিধা থাকে না যে, প্রশ্নবিদ্ধ চুক্তিটি প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত তিনটি পক্ষের মধ্যে একটি ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি। এটি আইনের ধারা ৭(৪)(খ) এবং (গ)-এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।

১.৩ যেহেতু সালিসি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো দ্রুত এবং একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করা, তাই এই উদ্দেশ্যটি কেবল তখনই অর্জন করা যেতে পারে যখন বিরোধগুলি যতটা সম্ভব একটি সালিসি কার্যক্রমেই সমাধান করা হয়।

বর্তমান মামলায়, এই উদ্দেশ্য তখনই অর্জিত হতে পারে যখন উল্লিখিত তিনটি পক্ষকেই একটি সালিসি কার্যধারায় পক্ষ করা হবে, যাতে সালিসি ট্রাইব্যুনাল আইন অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে বিরোধের নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হয়। ঘটনাগুলি স্পষ্টতই এই আদালতকে "গ্রুপ অফ কোম্পানিজ" এর সুপরিচিত মতবাদ প্রয়োগ করার এবং এই মামলার তথ্যে তার নীতি প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়, যাতে সালিসি ট্রাইব্যুনাল উল্লিখিত তিনটি পক্ষের অধিকার নির্ধারণ করতে পারে। "গ্রুপ অফ কোম্পানিজ" মতবাদটি সালিসি কার্যধারায় প্রযোজ্য এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

রেডফার্ন এবং হান্টার দ্বারা আন্তর্জাতিক সালিসি - ষষ্ঠ সংস্করণ পৃষ্ঠা ১৪১ থেকে ১৫৩ - উল্লেখিত।

মামলা প্রসঙ্গ

বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার রায়ে তথ্যপ্রমাণ:

(১৯৯৫) সম্পূরক ৪ এস.সি.সি. ৫৪১	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ২.১২
[২০১১] ২ এস.সি.আর. ৯৭১	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ২.২১
[২০১৪] ১২ এস.সি.আর. ৪৮৮	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৯.৩
[১৯৭৭] ১ এস.সি.আর. ৪৮৩	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৯.৪
[১৯৬৩] ৩ এস.সি.আর. ১৮৩	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৯.৬
[২০১৪] ২ এস.সি.আর. ৮৫৫	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৯.৭
[১৯৮৩] ১ এস.সি.আর. ৮	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৯.৯
(২০০১) ৩ এস.সি.সি. ২০৮	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৯.৯
২০০৯ (১) আর্স এল.আর. ৩২০ (দিল্লি) (ডি.বি.)	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৯.১০
[২০১২] ১৩ এস.সি.আর. ৪০২	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১০.৬
২০১৮ (৪) সি.টি.সি. ৪৬	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১০.৬
[২০১৮] ৬ এস.সি.আর. ১০০১	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১০.৭

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের ৬২০২-৬২০৫ নং দেওয়ানি আপিল

দিল্লি হাইকোর্ট, নিউ দিল্লী-এর ২০১১ সালের সি.এম. নং ১১২৩০ মামলায় (ডব্লিউ.পি.(সি) নং ৫৬০/১৯৯৫-এর সঙ্গে যুক্ত) ১৬.০৯.২০১১ এবং ২১.১০.২০১১ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে; এবং ২০১২ সালের সি.এম. নং ৮১০০ মামলায় (১৯৯৫ সালের ডব্লিউ.পি.(সি) নং ৫৬০-এর সঙ্গে যুক্ত) ০৫.০৭.২০১৩ তারিখের আদেশ থেকে; এবং ২০১৪ সালের সি.এম. নং ৩২৪-২৫ মামলায় (১৯৯৫ সালের ডব্লিউ.পি.(সি) নং ৫৬০-এর সঙ্গে যুক্ত) ১০.০১.২০১৪ তারিখের আদেশ থেকে উদ্ভুত।

শ্রীমতী মাধবী দিভান, অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল; শচীন দত্ত, প্রবীণ অ্যাডভোকেট; মনোজ গোরকেলা, শ্রীমতী তন্নিষ্ঠা সিং, অবিনাশ আগরওয়াল, সন্দীপ কুমার সিং, শ্রীমতী শশী কিরণ, আইনজীবীগণ আপিলকারীর পক্ষে।

আমিশ দাবাস, বীরেশ বি. সাহারিয়া, অক্ষত আগরওয়াল, শ্রীমতী সৌম্য সিনহা, এ.কে. শর্মা, ললিত কুমার, আইনজীবীগণ উত্তরদাতাদের পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদান করেন

বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা।

অনুমতি মঞ্জুর করা হলো।

১. মামলাটির প্রেক্ষাপট বর্তমান বিশেষ অনুমতি আবেদনগুলি দিল্লি হাইকোর্ট কর্তৃক ১৯৯৫ সালের ডব্লিউ.পি. (সি) নং ৫৬০ মামলায় ১৬.০৯.২০১১ তারিখের আদেশের, ২০১১ সালের সি.এম. নং ১১২৩০ মামলায় ২১.১০.২০১১ তারিখের আদেশের, ২০১২ সালের সি.এম. নং ৮১০০ মামলায় ০৫.০৭.২০১৩ তারিখের আদেশের, এবং ২০১৪ সালের সি.এম. নং ৩২৪ ও ৩২৫ মামলায় ১০.০১.২০১৪ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে।

২. ঘটনার পূর্বাপর বিবরণ

২.১. ১৯৯২ সালে, এমটিএনএল ১৭% নন-কিউমুলেটিভ সিকিউরড রিডিম্যাবল বন্ডস চালু করে, যা ষষ্ঠ সিরিজ নামে পরিচিত এবং যার মূল্য ছিল ৪২৫ কোটি টাকা। ১৯৯২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি, এমটিএনএল একটি এমওইউ চুক্তির অধীনে ক্যান ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (এখানে ক্যানফিনা)-এর কাছে ২০০ কোটি টাকার বন্ড রাখে। এই ২০০ কোটি টাকার বন্ডের পরিমাণ এমটিএনএল ক্যানফিনার কাছে একটি স্থায়ী আমানত হিসেবে রেখেছিল। ক্যানফিনা ১৯৯২ সালে স্থায়ী আমানতের ৫০ কোটি টাকা ফেরত দেয়। কিন্তু অবশিষ্ট ১৫০ কোটি টাকার স্থায়ী আমানত সুদসহ ক্যানফিনা এমটিএনএলকে পরিশোধ করেনি। এর ফলস্বরূপ, এমটিএনএল বন্ডের ওপর সুদ প্রদান বন্ধ করে দেয়। এমটিএনএল মনে করেছিল যে, যেহেতু তারা ২০০ কোটি টাকার সম্পূর্ণ বন্ডের পরিমাণ পায়নি, তাই সম্পূর্ণ চুক্তিটি কার্যকর হয়নি। ক্যানফিনা থেকে প্রাপ্ত ৫০ কোটি টাকার বিপরীতে, এমটিএনএল প্রায় ৩১ কোটি টাকার বন্ডের সুদ জনসাধারণকে পরিশোধ করেছিল। এমটিএনএল-এর মতে, ক্যানফিনার কাছে মাত্র ৫.৪১ কোটি টাকা পরিশোধযোগ্য ছিল, যা ক্যানফিনা গ্রহণ করেনি।

২.২. কানারা ব্যাংকের মতে, বন্ডগুলি সাবস্ক্রাইব করার পরপরই, একটি সিকিউরিটি কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয় যা শেয়ার, সিকিউরিটি এবং বন্ডের সেকেন্ডারি বাজারে ধস নামায়।

সেকেন্ডারি মার্কেটে খুব কম ক্রেতা ছিল। এমনকি এই ধরনের ক্রেতারাও এই বন্ডগুলির জন্য খুব কম দামের প্রস্তাব দিচ্ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে, ক্যানফিনা একটি গুরুতর লিকুইডিটি সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছিল। ২.৩. এই পরিস্থিতিতে, উত্তরদাতা নং ১-ক্যানারা ব্যাঙ্ক এমটিএনএল দ্বারা জারি করা বন্ডগুলি কিনেছিল, যার মুখ মূল্য ছিল ৮০ কোটি টাকা, উত্তরদাতা নং ২-ক্যানফিনা থেকে যা তার সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা,

২.৩. এই পরিস্থিতিতে, উত্তরদাতা নং ১-কানাড়া ব্যাঙ্ক, উত্তরদাতা নং ২-ক্যানফিনা, যা তার সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা, তার কাছ থেকে এম. টি. এন. এল দ্বারা জারি করা বন্ডগুলি ৮০ কোটি টাকার মুখ মূল্যে কিনে নেয়।

২.৪. কানাড়া ব্যাঙ্ক এম. টি. এন. এল-এর সঙ্গে এই বন্ডগুলির নিবন্ধনের জন্য অনুরোধ করে এবং ক্যানফিনা থেকে বন্ডগুলি কেনার জন্য বরাদ্দের চিঠি জমা দেয়।

২.৫. এম. টি. এন. এল কানাড়া ব্যাঙ্ককে পাঠানো ১৪.১০.১৯৯২ তারিখের চিঠির মাধ্যমে চিঠিতে উল্লিখিত বিভিন্ন কারণে বন্ড হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেছে।

২.৬. পরবর্তীকালে এম. টি. এন. এল একটি ১৬.০২.১৯৯৩ তারিখের চিঠির মাধ্যমে কানাড়া ব্যাঙ্ককে জানায় যে, তারা ক্যানফিনা-র পক্ষে ৪০ কোটি টাকার মুখ মূল্যের একটি অংশ নথিভুক্ত করেছে। বন্ডের উপকরণগুলি অবশ্য এই ভিত্তিতে রাখা হয়েছিল যে ক্যানফিনা ১৫০ কোটি টাকার আমানতের অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে, যা এম. টি. এন. এল-কে ১২ শতাংশ টার্স্ট সহ প্রদেয় ছিল।

২.৭. এমটিএনএল ২০.১০.১৯৯৩ তারিখের চিঠির মাধ্যমে, সমস্ত বন্ড বাতিল করেছে এই ভিত্তিতে যে বিবেচনার চিঠিগুলি ক্যানফিনা-র কাছে রয়ে গেছে।

২.৮. কানাড়া ব্যাঙ্ক তার ১৩.০১.১৯৯৪ তারিখের জবাবের মাধ্যমে দাবি করেছে যে এটি যথাসময়ে ধারক, এবং তার নামে শেয়ারগুলি নিবন্ধিত করার এবং যখন বকেয়া পড়ে তখন সুদ পাওয়ার অধিকারী।

২.৯. এম. টি. এন. এল ক্যানফিনা-র বকেয়া অর্থের জন্য বন্ড বাতিলের আয় সামঞ্জস্য করে অ্যাকাউন্টের একটি বিবৃতি পাঠিয়েছে।

বন্ড এবং এর উপর অর্জিত সুদ ফেরত দেওয়া যাবে না বলে জানানো হয়েছিল। এমটিএনএল তার ১৩.০১.১৯৯৪ তারিখের চিঠির সাথে কানারা ব্যাংককে প্রদেয় ৫,৪১,১৭,৪৬৩ টাকার একটি চেক সংযুক্ত করে।

২.১০. তবে, ক্যানারা ব্যাঙ্ক বন্ডগুলির পুনরুদ্ধার ও নিবন্ধনের দাবিতে ১০.০২.১৯৯৪ তারিখের চিঠির মাধ্যমে চেকটি ফেরত দিয়েছে।

২.১১, ক্যানারা ব্যাঙ্ক বন্ড বাতিলকরণ এবং অর্জিত সুদ পরিশোধের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য দিল্লি হাইকোর্টে ১৯৯৫ সালের ডব্লিউ. পি. (দেওয়ানি) নং ৫৬০ দাখিল করে। এটা লক্ষণীয় প্রাসঙ্গিক যে ক্যানরা ব্যাঙ্কের দায়ের করা রিট আবেদনে একটি প্রফরমা পার্টি হিসাবে ক্যানফিনা যোগ দিয়েছিল।

২.১২. দিল্লি হাইকোর্ট তার ০৯.০৯.১৯৯৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে ভারত সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে যেন তারা ও.`এন.`জি.`সি. বনাম কেন্দ্রীয় আবগারি কমিশন' মামলায় এই আদালতের রায় অনুসারে পক্ষগুলির মধ্যেকার বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করে। কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ১১১-এর অধীনে কোম্পানি আইন বোর্ডের সামনে বিকল্প এবং কার্যকর প্রতিকারের উপলব্ধতার ভিত্তিতে রিট আবেদনটি খারিজ করা হয়েছিল।

২.১৩, ডিপোজিটরিজ আইন, ১৯৯৬ দ্বারা ধারা ১১১-এর সংশোধনী অনুসারে, প্রতিকারটি আর উপলব্ধ না থাকায়, কোম্পানি আইন বোর্ডের সামনে কার্যধারাটি ২৬.০২.১৯৯৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে খারিজ হয়ে যায়।

২.১৪, কানাড়া ব্যাঙ্ক রিট আবেদন পুনরুদ্ধারের জন্য একটি আবেদন দায়ের করেছিল, যা ১২.০৫.১৯৯৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল।

২.১৫. ক্যানারা ব্যাঙ্ক ক্যাবিনেট সচিবের কাছে একটি প্রতিনিধিত্ব করেছে।

২৭.০৩.২০০১ তারিখে, ক্যাবিনেট সচিবালয়, লিটিগেশন সেল দ্বারা একটি বৈঠক ডাকা হয়েছিল যার সভাপতিত্ব করেছিলেন ক্যাবিনেট সচিব, এবং উপস্থিত ছিলেন এমটিএনএল, কানাড়া ব্যাঙ্ক এবং ক্যানফিনা-র প্রতিনিধিরা। কমিটি কানারা ব্যাংক, ক্যানফিনা এবং এমটিএনএল-কে নির্দেশ দিয়েছে যে, তারা পাবলিক এন্টারপ্রাইজেস বিভাগে

কার্যকরী স্থায়ী সালিসি ব্যবস্থার কাছে যথাযথ প্রসঙ্গ পাঠিয়ে সালিসির মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করুক। কমিটি কানারা ব্যাংক, ক্যানফিনা এবং এমটিএনএল-কে আদালতে মামলা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি।

২.১৬. দিল্লি হাইকোর্ট ৩০.০৫.২০০৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধগুলি বিরোধ সম্পর্কিত কমিটির কাছে প্রেরণ করে। রিট আবেদনটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল। যদি বিরোধ সম্পর্কিত কমিটি পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে অক্ষম হয় তবে কানাড়া ব্যাঙ্ককে আবেদনটি পুনরুজ্জীবিত করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল।

২.১৭. বিরোধ কমিটি ১৬.১২.২০০৮ নিয়ে একটি বৈঠক করেছে, যেখানে এমটিএনএল, কানাড়া ব্যাঙ্ক এবং ক্যানফিনা-র প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। কমিটি, পক্ষগুলির কথা শোনার পরে, এই মতামত প্রকাশ করেছে যে তিনটি পক্ষকেই তাদের মধ্যে বিভিন্ন আন্তঃসংযুক্ত লেনদেনের পরিপ্রেক্ষিতে সালিশের আশ্রয় নেওয়া উচিত।

কানাড়া ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে স্থায়ী সালিশ যন্ত্রের মাধ্যমে সালিশ বিচার বিভাগীয় সহায়তার চেয়ে অনেক বেশি সময় নেবে। কমিটি পর্যবেক্ষণ করেছে যে সালিশ ত্বরান্বিত করার জন্য, পক্ষগুলিকে দ্রুত সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ এর অধীনে একটি সালিশ চুক্তি করা উচিত।

২.১৮. ১৬.১২.২০০৮-এ অনুষ্ঠিত বৈঠক অনুসারে, কানাড়া ব্যাঙ্ক তার চিঠির মাধ্যমে এমটিএনএল-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে সালিশ চুক্তির একটি খসড়া পাঠিয়েছে। কানাড়া ব্যাঙ্কের পাঠানো সালিশ চুক্তির খসড়াটি একদিকে কানাড়া ব্যাঙ্ক এবং ক্যানফিনা-র মধ্যে ছিল, অন্যদিকে এমটিএনএল।

২.১৯. ১৭.০৩.২০১০ তারিখের চিঠির মাধ্যমে, কানাড়া ব্যাঙ্ক উপ-সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়কে আইন ও বিচার মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী সালিশ চুক্তি সম্পাদনের জন্য এমটিএনএল-কে পরামর্শ দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে।

২.২০. দিল্লি হাইকোর্ট তার ০১.১০.২০১০ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিচারাধীন রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করে এই পর্যবেক্ষণ দিয়েছে যে, বিষয়টি বিরোধ কমিটি কর্তৃক দ্রুত সমাধান করা উচিত, যাতে পক্ষগুলির মধ্যে সালিসি চুক্তি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাক্ষরিত হয়।

২.২১. ও.`এন.`জি.`সি. বনাম কেন্দ্রীয় আবগারি কমিশনার (উপরে)-এর সিদ্ধান্তটি ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য[২] -এর একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা বাতিল হয়ে যায়।

তদনুসারে, কানাড়া ব্যাঙ্ক দিল্লি হাইকোর্টের ডব্লিউ. এস. ১৫১, সি. পি. সি-তে রিট আবেদনের নিষ্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য আবেদন করে।

২.২২. দিল্লি হাইকোর্ট রিট আবেদনটি পুনরুদ্ধার করে এবং ১৬.০৯.২০১১ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উল্লেখ করে যে দুটি প্রধান বিষয় যা বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়ঃ

(i) কানাড়া ব্যাঙ্ক ক্যানফিনা-র কাজ বা বাদ দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ কিনা; এবং

(ii) কানাড়া ব্যাঙ্কের দায়ভার গ্রহণ করা উচিত কিনা এবং সেগুলিকে সালিশ চুক্তিতেই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত কিনা।

কার্যধারার সময়, দিল্লি হাইকোর্টের সামনে পক্ষগুলি সম্মত হয় যে এই বিষয়গুলি সালিসিতে পাঠানো যেতে পারে। পক্ষগুলিকে পরবর্তী শুনানির তারিখে একজন একক সালিসি নিয়োগের জন্য নাম প্রস্তাব করতে বলা হয়।

২.২৩. ২১.১০.২০১১ তারিখে, কানারা ব্যাংকের আইনজীবী বিচারপতি এ.পি. শাহ (অব.)-এর নাম প্রস্তাব করেন, যা এমটিএনএল-এর আইনজীবী কর্তৃক গৃহীত হয়।

সেই অনুযায়ী, বিচারপতি এ.পি. শাহ (অব.) একক সালিসি হিসেবে নিযুক্ত হন।

২.২৪. ০৫.০১.২০১২ তারিখে, একক সালিসি এমটিএনএল, কানারা ব্যাংক এবং ক্যানফিনা—এই তিনটি পক্ষকেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেন।

২.২৫. ক্যানফিনাকে সালিসি কার্যধারার পক্ষ হিসেবে যুক্ত করার বিষয়ে কানারা ব্যাংক আপত্তি উত্থাপন করে। ক্যানফিনাকে কার্যধারার পক্ষ হিসেবে যুক্ত করা উচিত কিনা, এই বিষয়ে সালিসি পক্ষগুলির বক্তব্য ২৭.০৩.২০১২ তারিখে শোনেন।

[২] (২০১১) ৩ এসসিসি ৪০৪

বিজ্ঞ সালিসি একটি অন্তর্বর্তীকালীন রায় দেন যেখানে তিনি জানান যে, যখন বিরোধগুলি সালিসিতে পাঠানো হয়েছিল, তখন ক্যানফিনা ১৬.০৯.২০১১ তারিখে হাইকোর্টে উপস্থিত ছিল না। ক্যানফিনা সালিসি চুক্তির পক্ষ ছিল না এবং তাই কার্যধারার পক্ষ হিসেবে তাকে যুক্ত করা যাবে না।

২.২৬. এমটিএনএল দিল্লি হাইকোর্টে সি.এম. নং ৮১০০/২০১২ দাখিল করে, ১৬.০৯.২০১১ তারিখের আদেশের স্পষ্টীকরণ চেয়েছিল, এই মর্মে যে ক্যানফিনাকে সালিসি চুক্তির একটি প্রয়োজনীয় পক্ষ হিসেবে যুক্ত করা উচিত কিনা। দিল্লি হাইকোর্ট ০৫.০৭.২০১৩ তারিখের আদেশের মাধ্যমে এমটিএনএল-এর আইনজীবীর বিবৃতির ভিত্তিতে আবেদনটিকে "চাপ না দেওয়া হয়েছে" বলে খারিজ করে।

২.২৭. কানারা ব্যাংক ০৬.১২.২০১৩ তারিখে বিজ্ঞ একক সালিসির কাছে তার দাবিপত্র দাখিল করে।

২.২৮. এমটিএনএল দিল্লি হাইকোর্টে আই.এ. নং ৩২৪ – ৩২৫/২০১৪ দাখিল করে, ডব্লিউ.পি. (সি) নং ৫৬০/১৯৯৫ মামলায় ১৬.০৯.২০১১, ২১.১০.২০১১ এবং ০৫.০৭.২০১৩ তারিখের আদেশগুলি প্রত্যাহার করার জন্য।

২.২৯. দিল্লি হাইকোর্ট ১০.০১.২০১৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে প্রত্যাহার করার আবেদনটি খারিজ করে, এই যুক্তিতে যে আবেদনটি পূর্বে এমটিএনএল কর্তৃক দাখিল করা সি.এম. নং ৮১০০/২০১২ এর অনুরূপ ছিল। যেহেতু এমটিএনএল পূর্ববর্তী আবেদনটি চাপ দেয়নি, তাই একই প্রকৃতির পরবর্তী আবেদন বিবেচনা করা যায়নি এবং তা খারিজ করা হয়।

২.৩০. ২০১৪ সালের মে মাসে, এমটিএনএল কানারা ব্যাংক কর্তৃক দাখিল করা দাবিপত্রের জবাব দাখিল করে এবং কানারা ব্যাংকের বিরুদ্ধে একটি পাল্টা দাবিও করে।

৩. দিল্লি হাইকোর্ট কর্তৃক ১৯৯৫ সালের ডব্লিউ.পি. (সি) নং ৫৬০, ২০১১ সালের সি.এম. নং ১১২৩০, ২০১২ সালের সি.এম. নং ৮১০০ এবং ২০১৪ সালের সি.এম. নং ৩২৪ ও ৩২৫মামলায় যথাক্রমে ১৬.০৯.২০১১, ২১.১০.২০১১, ০৫.০৭.২০১৩ এবং ১০.০১.২০১৪ তারিখে প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট হয়ে আপিলকারী – এমটিএনএল এই বিশেষ অনুমতি আবেদন দায়ের করেছে। এই আদালত ০৮.০৫.২০১৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে ক্যানফিনা সহ সমস্ত উত্তরদাতাকে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, যেখানে ক্যানফিনাকে উত্তরদাতা নং ২ হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে।

৪. শ্রীমতি মাধবী দিওয়ান, শিক্ষিত এ. এস. জি. এম. টি. এন. এল-এর পক্ষে উপস্থিত হন, শ্রী আমিশ দাবাস, বিজ্ঞ আইনজীবী উত্তরদাতা নং১-কানাড়া ব্যাঙ্কের পক্ষে উপস্থিত হন, এবং শ্রীমতী সৌম্য সিনহা, শ্রী এ. কে. শর্মার সাথে, বিজ্ঞ কাউন্সেলরা উত্তরদাতা নং ২-ক্যানফিনা-এর পক্ষে উপস্থিত হন।

৫. আবেদনকারীর আইনজীবী-এম. টি. এন. এল অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নরূপ জমা দিয়েছেনঃ

৫.১. সালিসি ও নিষ্পত্তি আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ২ (খ) সহ পাঠিত ২ (জে) এবং ৭ (৩) দ্বারা নির্ধারিত পক্ষগুলির মধ্যে সালিশের জন্য লিখিত চুক্তির অভাবে সালিশ এগিয়ে যেতে পারে না।

৫.২ একদিকে আপিলকারী-এম. টি. এন. এল এবং অন্যদিকে ১ ও ২ নং উত্তরদাতা-কানাড়া ব্যাঙ্ক এবং সিএএন. এফ. আই. এন. এ-র মধ্যে লেনদেন সম্পর্কিত সালিশ সংক্রান্ত যে বিরোধগুলি উল্লেখ করা হয়েছিল,

৫.৩. উত্তরদাতা নং ২-ক্যানফিনা-র অনুপস্থিতিতে সালিশ প্রক্রিয়া এগিয়ে যেতে পারে না কারণ প্রশ্নযুক্ত বন্ডগুলি উত্তরদাতা নং ২-ক্যানফিনা দ্বারা সাবস্ক্রাইব করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তার মূল কোম্পানিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। উত্তরদাতা নং ১-কানাড়া ব্যাঙ্ক উত্তরদাতা নং ২-ক্যানফিনা-কে সালিশের পক্ষভুক্ত করার অনুপস্থিতিতে, সালিশ কার্যধারা ফলপ্রসূ হতে পারে।

৫.৪. উভয় পক্ষের মধ্যে বিদ্যমান একমাত্র সালিসি চুক্তি হল কানাড়া ব্যাঙ্কের পাঠানো একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তির খসড়া, যেখানে এমটিএনএল এবং ক্যানফিনা উভয়কেই পক্ষভুক্ত করা হয়েছে।

৫.৫. আবেদনকারী-এম. টি. এন. এল এবং ১ নম্বর-কানাড়া ব্যাঙ্কের মধ্যে কোনও আইনি সম্পর্ক বা চুক্তির গোপনীয়তা নেই কারণ বিতর্কিত বন্ডগুলি আবেদনকারী-এম. টি. এন. এল-এর কাছ থেকে ২ নম্বর-ক্যানফিনা দ্বারা কেনা হয়েছিল।

আপিলকারী-এম. টি. এন. এল এই বোঝাপড়ার ভিত্তিতে বিরোধগুলিকে সালিশের জন্য পাঠাতে সম্মত হয়েছিল যে সালিশ তিনটি পক্ষের মধ্যে হবে।

৬. উত্তরদাতা নং ১ কানারা ব্যাংকের আইনজীবী অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি পেশ করেছেন:

৬.১. বর্তমান আপিলটি রক্ষণযোগ্য নয় কারণ আপিলকারী-এম. টি. এন. এল বিজ্ঞ একমাত্র সালিসকারীর সামনে দাবি ও পাল্টা দাবির বিবৃতির জবাব দাখিল করার পরে বর্তমান আপিল দায়ের করেছে এবং তাই নিজেকে বিজ্ঞ একমাত্র সালিসকারীর এখতিয়ারে জমা দিয়েছে।

৬.২. আপিলকারীর জন্য উপলব্ধ একমাত্র প্রতিকার-এম. টি. এন. এল ছিল সালিসি অ্যান্ড কনসিলিয়েশন আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ১৬-এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করা।

৬.৩. উত্তরদাতা নং ২-ক্যানফিনা শুধুমাত্র দিল্লি হাইকোর্টের রিট আবেদনে একটি প্রফরমা পার্টি হিসাবে যোগ দেওয়া হয়েছিল এবং তাই সালিশ কার্যধারার আগে একটি পক্ষ করা যাবে না।

৬.৪. বিজ্ঞ একমাত্র সালিসকারীর সালিশ এবং নিয়োগের জন্য সম্মতি দেওয়ার সময়, উত্তরদাতা নং ২-ক্যানফিনা ১৬.০৯.২০১১ এবং ২১.১০.২০১১ -এ আদালতে উপস্থিত ছিলেন না।

৬.৫. আপিলকারী-এম. টি. এন. এল উত্তরদাতা নং ২-ক্যানফিনা-র বিরুদ্ধে কোনও দাবি দায়ের করেনি, এবং তাই, এই বিলম্বিত পর্যায়ে উত্তরদাতা নং ২-ক্যানফিনা-র বিরুদ্ধে কোনও প্রতিকার বা ত্রাণ চাইতে পারে না। উপরন্তু, পক্ষটির বিরুদ্ধে কোনও দাবি না করে কোনও অভিযোগ উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৭. আমরা পক্ষগুলির পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত আইনজীবীর বক্তব্য শুনেছি এবং দায়ের করা আবেদন ও লিখিত জমা দেওয়া বিষয়গুলি পর্যালোচনা করেছি।

৮. <u>সমস্যা</u>

আমাদের বিবেচনার জন্য দুটি বিষয় উত্থাপিত হয়েছেঃ (i) আপিলকারী-এমটিএনএল দ্বারা উত্থাপিত প্রথম বিষয়টি তিনটি পক্ষের মধ্যে বৈধ সালিশ চুক্তির অস্তিত্বের বিষয়ে; (ii) দ্বিতীয় বিষয়টি উত্তরদাতা নং।-কানাড়া ব্যাঙ্ক দ্বারা উত্থাপিত হয়েছে যে ১৬.০৯.২০১১ এবং ২১.১০.২০১১ তারিখের আদেশটি কানাড়া ব্যাঙ্ক ইন্ড এমটিএনএল-এর মধ্যে রয়েছে। উত্তরদাতা নং ২-ক্যানফিনা, সালিশ চুক্তির পক্ষ নয়, এবং তাই কার্যধারায় জড়িত করা যাবে না।

এই বিষয়গুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হবে।

৯. বৈধ হস্তান্তর চুক্তির সমর্থন

একটি বৈধ সালিসি চুক্তি একটি সালিশের কেন্দ্রবিন্দু গঠন করে, একটি সালিসি চুক্তি হল পক্ষগুলির মধ্যে লিখিত চুক্তি, যাতে তারা তাদের বিদ্যমান, বা ভবিষ্যতের বিরোধ বা পার্থক্যগুলি সালিশের কাছে জমা দেয়। একটি বৈধ সালিসি চুক্তি হল সেই ভিত্তি যার উপর সালিসি প্রক্রিয়ার পুরো কাঠামো তৈরি করা হয়। সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি পক্ষগুলিকে সালিশের দিকে পাঠানোর জন্য অনিবার্য।

৯.১. ধারা ৭ "সালিশ চুক্তি" কে সংজ্ঞায়িত করে এবং নিম্নরূপ পড়ে

৭. সালিশ চুক্তি-

(১) এই অংশে, "সালিসি চুক্তি" অর্থ চুক্তিভিত্তিক হোক বা না হোক, একটি সংজ্ঞায়িত আইনি সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদ্ভূত বা তাদের মধ্যে উদ্ভূত হতে পারে এমন সমস্ত বা নির্দিষ্ট বিরোধ সালিশের কাছে জমা দেওয়ার জন্য পক্ষগুলির দ্বারা একটি চুক্তি।

(২) একটি সালিশ চুক্তি একটি চুক্তিতে সালিশ ধারার আকারে বা একটি পৃথক চুক্তির আকারে হতে পারে।

(৩) একটি সালিশ চুক্তি লিখিত হবে।

(৪) একটি সালিসি চুক্তি লিখিত বলে গণ্য হবে যদি এটি নিম্নলিখিতগুলিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে:

(ক) পক্ষগুলির স্বাক্ষরিত একটি নথি;

(খ) চিঠি, টেলিক্স, টেলিগ্রাম বা টেলিযোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমের বিনিময় যা চুক্তির রেকর্ড সরবরাহ করে; অথবা

(গ) দাবি ও প্রতিরক্ষার বিবৃতিগুলির একটি বিনিময় যেখানে চুক্তির অস্তিত্ব এক পক্ষ দ্বারা অভিযুক্ত করা হয় এবং অন্য পক্ষ দ্বারা অস্বীকার করা হয় না।

(৫) যদি কোনো লিখিত চুক্তিতে এমন কোনো নথির উল্লেখ থাকে যেখানে একটি সালিসি ধারা বিদ্যমান, এবং সেই উল্লেখ এমন হয় যে সালিসি ধারাটি চুক্তির অংশ হয়ে যায়, তাহলে সেটি একটি সালিসি চুক্তি হিসেবে গণ্য হবে।

৯.২ সালিসি চুক্তি কোনও নির্দিষ্ট আকারে হওয়ার প্রয়োজন নেই। যা নিশ্চিত করা প্রয়োজন তা হল পক্ষগুলির সালিশের মাধ্যমে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করার অভিপ্রায়।

একটি সালিসি চুক্তির অপরিহার্য উপাদান বা বৈশিষ্ট্য হল তাদের বিরোধ বা পার্থক্যকে সালিশের জন্য উল্লেখ করার চুক্তি, যা একটি চুক্তি, পৃথক চুক্তি, বা দলগুলির মধ্যে বিনিময় হওয়া নথি/চিঠিপত্রের একটি ধারা থেকে স্পষ্টভাবে বা অন্তর্নিহিতভাবে বর্ণিত হয়।

৯.৩. ১৯৯৬ সালের আইনের ৭ (৪) (খ) ধারায় বলা হয়েছে যে, বৈদ্যুতিন মাধ্যম সহ চিঠি, টেলিক্স, টেলিগ্রাম বা যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমের আদান-প্রদান থেকে সালিসি চুক্তি করা যেতে পারে। ২০১৫ সালের সংশোধনী আইনে ৭ (৪) (খ) ধারায় "বৈদ্যুতিন মাধ্যমের মাধ্যমে যোগাযোগ সহ" শব্দগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদি প্রথম দৃষ্টিতে দেখা যায় যে পক্ষগুলি বিজ্ঞাপন আইডেম, যদিও অন্য পক্ষ কোনও আনুষ্ঠানিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি, তবে এটি তাকে চুক্তির অধীনে দায় থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না?

৯.৪. সালিসি চুক্তিগুলি আইন, সংবিধিবদ্ধ উপকরণ এবং অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক নথি নির্মাণের সাধারণ নীতি অনুসারে ব্যাখ্যা করতে হবে। পক্ষগুলির মধ্যে একটি বাধ্যতামূলক চুক্তির অস্তিত্ব নিশ্চিত করার জন্য চুক্তির শর্তাবলী, পক্ষগুলির আচরণ এবং বিনিময় করা চিঠিপত্র থেকে পক্ষগুলির অভিপ্রায় অবশ্যই অনুমান করা উচিত। যদি নথিতে নথিগুলি দেখায় যে পক্ষগুলি অ্যাড আইডেম ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বস্তুগত শর্তে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছিল, তবে এটি একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি হিসাবে বিবেচিত হবে। একটি চুক্তির অর্থ অবশ্যই একটি সাধারণ জ্ঞান অ্যাপ-রোচ গ্রহণ করে সংগ্রহ করা উচিত, এবং একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং আইনী ব্যাখ্যা দ্বারা ব্যর্থ হতে দেওয়া উচিত নয়।

৯.৫. একটি বাণিজ্যিক নথিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে চুক্তিটি কার্যকর হয়, এটিকে অবৈধ করা না হয়। একটি 'সালিসি চুক্তি' হলো পক্ষগুলির মধ্যে একটি বাণিজ্যিক নথি, এবং এটিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে পক্ষগুলির অভিপ্রায় কার্যকর হয়, কেবল কারিগরি ত্রুটির জন্য এটিকে অবৈধ করা না হয়।

[৩]: গোবিন্দ রাবার লিমিটেড বনাম লুইস ড্রেফাস কমোডিটিস এশিয়া (প্রা.) লিমিটেড, (২০১৫) ১৩ এসসিসি ৪৭৭

[৪]: ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম ডি.এন. রেভরি অ্যান্ড কোং, (১৯৭৬) ৪ এসসিসি ১৪৭।

৯.৬. খারদাহ কোম্পানি লিমিটেড বনাম রায়মন অ্যান্ড কোম্পানি (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড মামলায়, এই আদালত পক্ষগুলির মধ্যে সালিশ চুক্তির শর্তাবলী নির্ধারণ করার সময় বলেছিল যেঃ

"যদি সামগ্রিকভাবে নথির একটি পাঠ, এখানে প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত শব্দগুলি থেকে এটি মোটামুটিভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, পক্ষগুলি একটি নির্দিষ্ট শব্দের বিষয়ে একমত হয়েছিল, আইনে এমন কিছু নেই যা তাদের সেই শব্দটি স্থাপন করতে বাধা দেয়। একটি চুক্তির শর্তাবলী যা প্রকাশ করা হয়েছে তা থেকে প্রকাশ করা বা বোঝানো যেতে পারে। এটি চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, চুক্তি নির্মাণের একটি প্রশ্ন।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৯.৭. সালিসি চুক্তি বা সালিসি ধারার ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে, আইনের অনুমোদিত সীমার মধ্যে একই কাজকে কার্যকর করা আদালতের কর্তব্য হবে। এনারকন (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এবং ওরস বনাম এনারকন জি. এম. বি. এইচ-এর এই আদালত বলেছে যে, পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করার অভিপ্রায়কে কার্যকর করার জন্য একটি সাধারণ জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। একটি বাণিজ্যিক চুক্তি হওয়ায়, সালিসি ধারাকে সম্পূর্ণরূপে আইনী মানসিকতা দিয়ে বোঝা যায় না, যেমন একটি সংবিধির ক্ষেত্রে।

৯.৮. এই মামলায়, এম. টি. এন. এল একটি প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপন করে যে কার্যধারার এই পর্যায়ে পক্ষের মধ্যে লিখিতভাবে কোনও সালিশ চুক্তি হয়নি।

'আমরা প্রথমে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। এম. টি. এন. এল এবং কানাড়া ব্যাঙ্কের মধ্যে বিরোধগুলি সালিশের জন্য পাঠানোর চুক্তিটি উভয় পক্ষের মধ্যে বিনিময় হওয়া নিম্নলিখিত নথি এবং কার্যধারা থেকে প্রমাণিত হয়।

(i) মন্ত্রি পরিষদ সচিবালয় কর্তৃক আয়োজিত ২৭.০৩.২০০১ তারিখের সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী, সেখানে তিনটি পক্ষই উপস্থিত ছিল এবং কার্যধারায় অংশ নিয়েছিল। বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি তাদের ১৬.১২.২০০৮ তারিখের সভায় এই মতামত ব্যক্ত করে যে, তাদের মধ্যেকার বিভিন্ন আন্তঃসংযুক্ত লেনদেনের কারণে তিনটি পক্ষেরই সালিসির আশ্রয় নেওয়া উচিত।

[১৯৬৩] ৩ এসসিআর ১৮৩

(২০১৪) ৫ এসসিসি ১

কানাড়া ব্যাঙ্ক পরামর্শ দিয়েছিল যে সালিশ ত্বরান্বিত করার জন্য এটি সালিসি এবং সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর অধীনে পরিচালিত হওয়া উচিত। এটি এমটিএনএল দ্বারা গৃহীত হয়েছিল এবং কোনও আপত্তি উত্থাপিত হয়নি।

(ii) মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় দ্বারা পরিচালিত কার্যধারা অনুসারে, কানাড়া ব্যাঙ্ক এমটিএনএল-কে ০৫.০৩.২০০৯ এবং ১৭.০৩.২০১০ তারিখের চিঠি লিখেছিল, যেখানে এটি একটি খসড়া সালিশ চুক্তি সংযুক্ত করেছিল, যেখানে তিনটি পক্ষ অর্থাৎ কানাড়া ব্যাঙ্ক, ক্যানফিনা এবং এমটিএনএল সালিশ প্রক্রিয়ায় যোগ দেবে।

(iii) কানাড়া ব্যাঙ্কের দায়ের করা রিট আবেদনে, দিল্লি হাইকোর্ট ১৬.০৯.২০১১ তারিখের আদেশের মাধ্যমে এমটিএনএল এবং কানাড়া ব্যাঙ্কের সম্মতি নথিভুক্ত করেছে যে ১৯৯৬ সালের আইনের অধীনে একমাত্র সালিসকারী দ্বারা সালিশের জন্য পাঠানো হবে। দিল্লি হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত ১৬.০৯.২০১১ তারিখের আদেশের প্রাসঙ্গিক উদ্‌ধৃতাংশ নিম্নরূপঃ

দুর্ভাগ্যবশত, পক্ষগুলি সালিসির প্রতি তাদের সদিচ্ছা দেখালেও, বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি সালিসি চুক্তির সুনির্দিষ্ট ধারাগুলি সমাধান করতে পারেনি। পক্ষগুলিও সালিসি চুক্তির সুনির্দিষ্ট ধারাগুলির বিষয়ে কোনো ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি। ০১.১০.২০১০ তারিখের আদেশ অনুসারে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, আবেদনকারীর মতে, এটি সালিসির বিষয় যে, আবেদনকারী ক্যানফিনার কাজ বা ভুলের জন্য দায়ী কিনা। তবে, উত্তরদাতারা জোর দিচ্ছিল যে, আবেদনকারীদের দায়ভার গ্রহণ করতে এবং সালিসি চুক্তিতেই তা স্বীকার করতে সম্মত হতে হবে। এখন পক্ষগুলি সম্মত হয়েছে যে, এই দুটি বিষয়ই সালিসির বিষয়বস্তু হতে পারে, যথা: আবেদনকারী ক্যানফিনার কাজ বা ভুলের জন্য দায়ী কিনা এবং আবেদনকারী ক্যানফিনার দায়ভার গ্রহণ করতে বাধ্য কিনা। সালিসি কার্যক্রমের আগে আবেদনকারীকে ক্যানফিনার দায়ভার গ্রহণ করতে সম্মত হওয়ার কোনো প্রয়োজন এখন নেই, কারণ সেটি নিজেই সালিসির সময় সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়গুলির মধ্যে একটি হবে না।

যদিও আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলি বিতর্ক কমিটির ক্ষমতার সুযোগ এবং পরিধি সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলি আমাদের সামনে রেখেছেন, আমরা বর্তমান আদেশটি দিচ্ছি কারণ পক্ষগুলি নিজেরাই তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করার উপায় হিসাবে সালিশের জন্য যেতে সম্মত হয়েছে। এটি স্বাগত কারণ উভয় পক্ষই পিএসইউ। পক্ষগুলির পক্ষে আইনজীবী সালিসকারীদের নাম সুপারিশ করবে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

(iv) এর পরিপ্রেক্ষিতে, এমটিএনএল একক সালিসি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমে অংশ নেয় এবং তার দাবি ও পাল্টা-দাবি দাখিল করে। একক সালিসির কাছে এই মর্মে কোনো আপত্তি উত্থাপন করা হয়নি যে, পক্ষগুলির মধ্যে কোনো লিখিত সালিসি চুক্তি ছিল না। একমাত্র আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল যে, ক্যানফিনাকে কার্যধারায় একটি প্রয়োজনীয় পক্ষ হিসাবে যুক্ত করা উচিত।

৯.৯. একটি বিচারিক আদেশে নথিভুক্ত পক্ষগুলির মধ্যেকার চুক্তি, পক্ষগুলির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির চূড়ান্ত ও নিষ্পত্তিমূলক প্রমাণ।[৭] আপিলকারী – এমটিএনএল দিল্লি হাইকোর্টের সামনে বিরোধ সালিসিতে পাঠানোর জন্য সম্মতি দেওয়ার পর, এখন এই মর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধাগ্রস্ত হবে যে পক্ষগুলিকে সালিসিতে পাঠানোর কোনো লিখিত চুক্তি ছিল না।

৯.১০. এমটিএনএল কর্তৃক উত্থাপিত প্রাথমিক আপত্তি প্রত্যাখ্যান করার একটি অতিরিক্ত কারণ সালিসি ও নিষ্পত্তি আইন, ১৯৯৬-এর ৭(৪)(গ) ধারার উপর ভিত্তি করে। ধারা ৭(৪)(গ) বিধান করে যে, দাবিপত্র ও জবাব আদান-প্রদানের আকারে একটি সালিসি চুক্তি থাকতে পারে, যেখানে একটি পক্ষ দ্বারা চুক্তির অস্তিত্ব দাবি করা হয় এবং অন্য পক্ষ দ্বারা অস্বীকার করা হয় না।[৮]

[৭] মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম রামদাস শ্রীনিবাস নায়েক (১৯৮২) ২ এসসিসি ৪৬৩।

আরও দেখুন চিত্রা কুমারী বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০০১) ৩ এসসিসি ২০৮।

[৮] সাবিত্রী গোয়েঙ্কা বনাম কান্তি ভাই দামিনি ও অন্যান্য, ২০০৯ (১) এআরবি এলআর ৩২০ (দিল্লি) (ডিবি)।

বর্তমান মামলায়, কানাড়া ব্যাঙ্ক সালিসকারীর কাছে তার দাবির বিবৃতি দাখিল করেছিল এবং এমটিএনএল দাবির বিবৃতির জবাব দাখিল করেছিল এবং কানাড়া ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে পাল্টা দাবিও করেছিল।

মধ্যস্থতাকারীর কাছে দায়ের করা দাবি ও প্রতিরক্ষার বিবৃতি ১৯৯৬ সালের আইনের ৭ (৪) (সি) ধারার অধীনে একটি সালিশ চুক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ গঠন করবে, যা অন্য পক্ষ অস্বীকার করেনি। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, এম. টি. এন. এল দ্বারা উত্থাপিত আপত্তি কোনও যোগ্যতা ছাড়াই, এবং এতদ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়।

১০. <u>সামরিক প্রক্রিয়ায় ক্যানফিনের অংশীদার</u>

১০.১. কানাড়া ব্যাঙ্ক সালিশ প্রক্রিয়ার পক্ষ হিসাবে উত্তরদাতা নং ২-ক্যানফিনা-এর জোয়ান্ডারের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছে।

১০.২. চুক্তি আইনের নীতিগুলি, একটি গোষ্ঠীর একটি সংস্থার দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি চুক্তি, একই গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের জন্য বাধ্যতামূলক হতে পারে না, কারণ প্রতিটি সংস্থা একটি পৃথক আইনি সত্তা যার পৃথক আইনি অধিকার এবং দায় রয়েছে। অভিভাবক বা সহায়ক সংস্থা, একটি চুক্তিতে প্রবেশ করে, যদি না সংস্থা বা প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুসারে কাজ না করে, তবে সেই চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার জন্য একটি গোষ্ঠীর একমাত্র সত্তা হবে।

একইভাবে, একটি সালিসি চুক্তিও একই নীতি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সাধারণত, যে সংস্থা চুক্তিতে প্রবেশ করবে, সে একাই এর দ্বারা আবদ্ধ হবে।

১০.৩. "গ্রুপ অফ কোম্পানিজ" মতবাদের ভিত্তিতে একজন অ-স্বাক্ষরকারী সালিশ চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ হতে পারে, যেখানে পক্ষগুলির আচরণ স্বাক্ষরকারী এবং অ-স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষকেই আবদ্ধ করার পক্ষগুলির একটি স্পষ্ট অভিপ্রায়ের প্রমাণ দেয়।

আদালত এবং ট্রাইব্যুনালগুলি এই মতবাদটিকে দলের স্বাক্ষরহীন সদস্যের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান করেছে, যদি তারা সন্তুষ্ট হয় যে স্বাক্ষরহীন সংস্থাটি পক্ষগুলির সাধারণ অভিপ্রায়ের রেফারেন্স দ্বারা চুক্তির একটি প্রয়োজনীয় পক্ষ ছিল।

১০.৪. 'গ্রুপ অফ কোম্পানিজ' মতবাদের উৎপত্তি ১৯৭০-এর দশকে ফরাসি সালিশ অনুশীলন থেকে হয়েছিল। "গ্রুপ অফ কোম্পানিজ" মতবাদটি আধুনিক বহু-পক্ষের ব্যবসায়িক লেনদেনের প্রেক্ষাপটে সালিশ করার জন্য একটি চুক্তির অন্তর্নিহিত সম্মতি নির্দেশ করে। ডাউ কেমিক্যাল বি বনাম ইসোভার-সেন্ট-গোবেনের[৯] মামলায় এটি প্রথম প্রস্তাব করা হয়েছিল? যেখানে সালিসী ট্রাইব্যুনাল রায় দিয়েছিল যেঃ

গোষ্ঠীর কিছু সংস্থার দ্বারা স্পষ্টভাবে গৃহীত সালিশ ধারাটি অন্যান্য সংস্থাগুলিকে আবদ্ধ করতে হবে, যা সি উপসংহারে তাদের ভূমিকার কারণে, উক্ত ধারা সম্বলিত চুক্তিগুলি সম্পাদন বা সমাপ্তির কারণে এবং কার্যধারার সমস্ত পক্ষের পারস্পরিক অভিপ্রায় অনুসারে, এই চুক্তির সত্যিকারের পক্ষ ছিল বলে মনে হয় বা মূলত তাদের দ্বারা উদ্বিগ্ন ছিল এবং যে বিরোধগুলি তারা জন্ম দিতে পারে।

'কোম্পানিগুলির গোষ্ঠী মতবাদ' আদালত এবং ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সালিসি মামলায় প্রয়োগ করা হয়েছে, যেখানে গোষ্ঠীর একটি কোম্পানি একটি সালিসি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই মতবাদ অনুসারে, যদি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি প্রমাণ করে যে, চুক্তি স্বাক্ষরকারী এবং গোষ্ঠীর অ-স্বাক্ষরকারী সহযোগী, ভগ্নী সংস্থা বা মূল সংস্থা উভয়কেই চুক্তিতে আবদ্ধ করার জন্য সকল পক্ষের পারস্পরিক অভিপ্রায় ছিল, তাহলে অ-স্বাক্ষরকারী পক্ষও সালিসি চুক্তি দ্বারা বাধ্য বলে গণ্য হবে।

একটি আরবিআই-চুক্তি সম্মতিতে যেখানে মূল বা হোল্ডিং এফ সংস্থা, বা সংস্থাগুলির গোষ্ঠীর কোনও সদস্য সালিশ চুক্তির স্বাক্ষরকারী এবং গোষ্ঠীর অ-স্বাক্ষরকারী সত্তা বাণিজ্যিক চুক্তির আলোচনা বা সম্পাদনে নিযুক্ত রয়েছে, বা চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার অভিপ্রায় নির্দেশ করে বিবৃতি দিয়েছে, স্বাক্ষরকারীও প্রাসঙ্গিক চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ এবং উপকৃত হবে।[১০]

[৯] ১৯৮৪ রেভ আর্ব ১৩৭; ১১০ জেডিআই ৮৯৯ (১৯৮৩)।

[১০] আইসিসি মামলা নং ৪১৩১-এর অন্তর্বর্তীকালীন রায়, IX YB কম আর্ব ১৩১ (১৯৮৪); আইসিসি মামলা নং ৫১০৩-এর রায়, ১১৫ জেডিআই (ক্লুনেট) ১২০৬ (১৯৮৮)। আরও দেখুন গ্যারি বি. বর্ন: ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল সালিসি, ভল. I, ২০০৯, পৃষ্ঠা ১১৭০-১১৭১।

যে পরিস্থিতিতে 'গ্রুপ অফ কোম্পানিজ' মতবাদটি কোনও মূল সংস্থার অ-স্বাক্ষরকারী অধিভুক্তিকে আবদ্ধ করার জন্য আহ্বান করা যেতে পারে, বা কোনও তৃতীয় পক্ষকে সালিশের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যদি সালিশ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী পক্ষের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক থাকে; বিষয়টির সরাসরি সাধারণতা; পক্ষগুলির মধ্যে লেনদেনের যৌগিক প্রকৃতি।

একটি 'যৌগিক লেনদেন' বলতে এমন একটি লেনদেনকে বোঝায় যা প্রকৃতিতে আন্তঃসংযুক্ত; অথবা, যেখানে সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এবং সম্মিলিতভাবে বিরোধের উপর প্রভাব ফেলার জন্য সম্পূরক বা আনুষঙ্গিক চুক্তির সহায়তা, সম্পাদন এবং সম্পাদন ছাড়া চুক্তির কার্যকারিতা সম্ভব নাও হতে পারে।

১০.৫. কোম্পানিগুলির গোষ্ঠী মতবাদকে এমন ক্ষেত্রেও আহ্বান করা হয়েছে যেখানে শক্তিশালী সাংগঠনিক এবং আর্থিক সংযোগের সাথে একটি শক্ত গোষ্ঠী কাঠামো রয়েছে, যাতে একটি একক অর্থনৈতিক ইউনিট বা একক অর্থনৈতিক বাস্তবতা গঠন করা যায়। এই জাতীয় পরিস্থিতিতে, স্বাক্ষরকারী এবং স্বাক্ষর না করা ব্যক্তিদের সালিশ চুক্তির অধীনে একত্রে আবদ্ধ করা হয়েছে। এটি বিশেষত প্রযোজ্য হবে যখন একটি সংস্থার তহবিল গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের আর্থিক সহায়তা বা পুনর্গঠন করতে ব্যবহৃত হয়।[১১]

১০.৬.কোম্পানিগুলির গোষ্ঠী মতবাদ' এই আদালত কর্তৃক ক্লোরো কন্ট্রোলস ইন্ডিয়া (পি) লি. বনাম সেভার্ন ট্রেন্ট ওয়াটার পিউরিফিকেশন ইনক.,[১২] মামলায় একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক চুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। সম্প্রতি, এই আদালত অমিত লাল চাঁদ শাহ বনাম ঋষভ এন্টারপ্রাইজেস,[১৩] মামলায় ১৯৯৬ সালের আইনের প্রথম অংশের অধীনে একটি দেশীয় সালিসিতে 'কোম্পানিগুলির গোষ্ঠী মতবাদ' প্রয়োগ করেছে।

[১১] আইসিসি মামলা নং ৪১৩১, ১৯৮২; আইসিসি মামলা নং ৫১০৩, ১৯৮৮।

[১২] (২০১৩) ১ এসসিসি ৬৪১।

মাদ্রাজ হাইকোর্ট এসইআই আধাভান পাওয়ার প্রা. লি. বনাম জিন্নেং ক্লিন এনার্জি টেকনোলজি লি. ও অন্যান্য ২০১৮(৪) সিটিসি ৪৬ মামলায় একটি বিদেশি সালিসিতে কোম্পানিগুলির গোষ্ঠী মতবাদ প্রয়োগ করেছে।

[১৩] (২০১৮) ১৫ এসসিসি ৬৭৮।

[১৪] প্রতিবেদন, ২১শে ডিসেম্বর ১৯৯৩ তারিখে লোকসভায় পেশ করা হয়েছে।

১০.৭. বর্তমান মামলার তথ্যে আসা যাক, ক্যানফিনা কানাড়া ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সিকিউরিটিজ এবং ব্যাঙ্কিং লেনদেনের অনিয়মের তদন্ত করার জন্য যৌথ কমিটির প্রতিবেদন, ১৯৯৩ থেকে এটি স্পষ্ট হয়, যা নিম্নরূপ উল্লেখ করে।

"ক্যানব্যাঙ্ক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

৬.১৪ ক্যানফিনা কানারা ব্যাংকের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি সহায়ক সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৯৮৭ সালের ১লা জুন বেঙ্গালুরুতে এর প্রধান কার্যালয় থেকে কার্যক্রম শুরু করে। এর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ৫০ কোটি টাকা এবং ১০ কোটি টাকা। এর কর্মীরা বেশিরভাগই কানারা ব্যাংকের লোক ছিল এবং বেঙ্গালুরু ছাড়াও আহমেদাবাদ, বোম্বে, কলকাতা, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ এবং নয়াদিল্লিতে এর শাখা রয়েছে। যেহেতু এর পর্ষদ বেশিরভাগই কানারা ব্যাংকের সিনিয়র এক্সিকিউটিভদের নিয়ে গঠিত ছিল এবং এর প্রধান নির্বাহীও সেই ব্যাংকের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা (ডেপুটেশনে), কোম্পানিটি মূল ব্যাংকের ছত্রছায়ায় কাজ করত; এছাড়াও এটি কানারা ব্যাংকের পর্ষদে তার কার্যক্রমের পর্যায়ক্রমিক প্রতিবেদন জমা দিত তথ্যের জন্য।

৬.১৫ কোম্পানিকে যে কার্যক্রমগুলি পরিচালনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল তা হলো সরঞ্জাম লিজিং, মার্চেন্ট-ব্যাংকিং, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল এবং কনসালটেন্সি সার্ভিস। কোম্পানিটি প্রাথমিকভাবে তার নিজস্ব তহবিল এবং আমানতের একটি বড় অংশ সরঞ্জাম লিজিং ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছিল এবং আরবিআই-এর ফাইন্যান্স কোম্পানিজ বিভাগ থেকে 'ইকুইপমেন্ট লিজিং কোম্পানি'র শ্রেণিবিন্যাস অর্জন করেছিল; এই শ্রেণিবিন্যাস কোম্পানিকে তার নিজস্ব তহবিলের দশ গুণ পর্যন্ত জনসাধারণের আমানত সংগ্রহ করার অধিকার দেয়।

...

৬.২৫ কমিটি আশা করে যে কানারা ব্যাংক তার সহায়ক সংস্থাগুলিকে যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে তার প্রকৃতি ও পরিমাণ বিচক্ষণ বাণিজ্যিক নিয়মের ভিত্তিতে ন্যায্য। উপরন্তু, মূল ব্যাংক তার সহায়ক সংস্থার বিভিন্ন অনিয়মের দায় থেকে মুক্তি পেতে পারে না।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১০.৮. ১০.০২.১৯৯২ তারিখের লেনদেন থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, যার ফলে ক্যানফিনা এম. টি. এন. এল দ্বারা প্রবর্তিত বণ্ডগুলিতে সাবস্ক্রাইব করেছে। ক্যানফিনা পরবর্তীকালে বন্ডগুলি তার হোল্ডিং সংস্থা-কানাড়া ব্যাঙ্কে স্থানান্তরিত করে। এটি এম. টি. এন. এল-এর যুক্তি, যেহেতু ক্যানফিনা বন্ডগুলির জন্য পুরো বিক্রয় বিবেচনা প্রদান করেনি, এম. টি. এন. এল শেষ পর্যন্ত বন্ডগুলির বরাদ্দ বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল।

১০.৯. ক্যানফিনা-র অনুপস্থিতিতে শুধুমাত্র এমটিএনএল এবং কানাড়া ব্যাঙ্কের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করার একটি নিরর্থক প্রচেষ্টা হবে, কারণ অবিসংবাদিতভাবে, মূল লেনদেনটি বন্ডের মূল ক্রেতা এমটিএনএল এবং ক্যানফিনা-র মধ্যে লেনদেন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এমটিএনএল দ্বারা বন্ড বাতিল করার বিষয়ে বিরোধগুলি এই ভিত্তিতে উত্থাপিত হয়েছিল যে পুরো বিবেচনার অর্থ প্রদান করা হয়নি। বন্ড জারি করা, ক্যানফিনা কর্তৃক কানাড়া ব্যাঙ্কে এর পরবর্তী স্থানান্তর এবং এম. টি. এন. এল দ্বারা বাতিলকরণের মধ্যে একটি স্পষ্ট এবং সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে, যার ফলে তিন পক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে।

অতএব, ক্যানফিনা নিঃসন্দেহে সালিশ প্রক্রিয়ার একটি প্রয়োজনীয় এবং যথাযথ পক্ষ।

১০.১০. লেনদেনের ত্রি-পক্ষীয় প্রকৃতি বিবেচনা করে, বিরোধগুলির একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কেবল তখনই সম্ভব যখন তিনটি পক্ষই সালিসি কার্যধারায় যুক্ত হবে, যাতে গত ২৬ বছরেরও বেশি সময় ধরে লংবনি থাকা বিরোধগুলি চূড়ান্তভাবে সমাধান করা যায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, ক্যানফিনা হাইকোর্ট এবং বিরোধ কমিটির সামনে কার্যধারায় অংশগ্রহণ করেছে। ক্যানফিনা একক সালিসির সামনেও তার পৃথক আইনজীবীর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করেছে। কানারা ব্যাংক দিল্লি হাইকোর্টে দাখিল করা সিডব্লিউপি নং ৫৬০/১৯৯৫-এ ক্যানফিনাকে উত্তরদাতা নং ২ হিসাবে যুক্ত করেছিল, যদিও তাকে একটি নামমাত্র পক্ষ হিসাবে যুক্ত করা হয়েছিল। দিল্লি হাইকোর্টের সামনে রিট কার্যধারায় ক্যানফিনা আইনজীবী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছিল। তবে, ১৬.০৯.২০১১ এবং ২১.১০.২০১১ — এই দুটি তারিখে ক্যানফিনার আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন না, যখন হাইকোর্ট বিরোধ সালিসিতে পাঠানোর জন্য পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি লিপিবদ্ধ করে। এমটিএনএল

দিল্লি হাইকোর্টের সামনে নিবেদন করেছিল যে সালিসি শুরু হওয়ার আগে কানারা ব্যাংকের ক্যানফিনার দায়ভার গ্রহণ করতে সম্মত হওয়া উচিত। হাইকোর্ট নথিভুক্ত করেছে যে সালিশ কার্যধারার আগে ক্যানারা ব্যাঙ্ককে ক্যানফিনা-র দায়ভার নিতে রাজি হওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল না। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

১০.১১. একক সালিসির সামনে সালিসি কার্যক্রম শুরু হলে, একক সালিসি ক্যানফিনা সহ তিনটি পক্ষকেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ক্যানফিনা তার আইনজীবীর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করছিল।

১০.১২. আমরা দেখতে পাই যে, ক্যানফিনা-কে সালিশ প্রক্রিয়ার একটি পক্ষ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার আপত্তি কানাড়া ব্যাঙ্ক উত্থাপন করেছিল, এবং ক্যানফিনা নয়।

১০.১৩. কানাড়া ব্যাঙ্কের পক্ষ হিসেবে ক্যানফিনা-র যোগদানের বিরোধিতায় উত্থাপিত আপত্তির মধ্যে আমরা কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না। কানাড়া ব্যাঙ্ক ০৫.০৩.২০০৯ এবং ১৭.০৩.২০১০ তারিখের চিঠির মাধ্যমে এম. টি. এন. এল-এর সঙ্গে একটি খসড়া সালিশ চুক্তি সংযুক্ত করেছিল, যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে সালিশ তিনটি পক্ষের মধ্যে হবে, অর্থাৎ প্রথম অংশের পক্ষ হিসেবে কানাড়া ব্যাঙ্ক এবং ক্যানফিনা এবং দ্বিতীয় অংশের পক্ষ হিসেবে এম. টি. এন. এল। কেন কানাড়া ব্যাঙ্ক এখন সালিশ কার্যধারায় ক্যানফিনাকে জড়িত করার বিষয়ে আপত্তি জানাচ্ছে তা বোধগম্য নয়। সালিশ কার্যধারায় ক্যানফিনাকে জড়িত করার বিরোধিতা করার জন্য কানাড়া ব্যাঙ্কের কৌঁসুলি কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি পেশ করেননি।

১০.১৪. বর্তমান মামলাটি উত্তরদাতা নং ২ – ক্যানফিনার সালিসি কার্যধারায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রতি একটি নিহিত বা মৌন সম্মতির দৃষ্টান্ত, যা পক্ষগুলির আচরণ থেকে স্পষ্ট। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, উত্তরদাতা নং ২ – ক্যানফিনা বিরোধ কমিটি, দিল্লি হাইকোর্ট এবং একক সালিসির সামনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কার্যধারায় অংশগ্রহণ করেছে, এবং এই বর্তমান আপিল মামলায় এই আদালতের সামনে তার নিজস্ব আইনজীবীর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করেছে। পক্ষগুলির একটি স্পষ্ট অভিপ্রায় ছিল কানারা ব্যাংক এবং তার সহায়ক সংস্থা – ক্যানফিনা উভয়কেই এই কার্যধারার সাথে আবদ্ধ রাখা।

এই ক্ষেত্রে, বিরোধের কোনও চূড়ান্ত সমাধান হতে পারে না, যদি না তিনটি পক্ষই সালিশিতে যোগ দেয়।

১১. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান আপিলগুলি আংশিকভাবে অনুমোদিত। আমরা একমাত্র সালিসকারীর আগে পর্যন্ত মুলতুবি সালিশ কার্যধারায় উত্তরদাতা নং ২-ক্যানফিনা অর্থাৎ উত্তরদাতা নং ১ কানাড়া ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থায় যোগ দেওয়ার জন্য কোম্পানি গোষ্ঠীর মতবাদ আহ্বান করছি।

বিষয়টি একক সালিসির কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে, যাতে তিনি সালিসি কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারেন এবং যত দ্রুত সম্ভব তা শেষ করেন। তবে, আমরা বিরোধের গুণাগুণ নিয়ে কোনো মতামত প্রকাশ করিনি। যদি কোনো আবেদন বিচারাধীন থাকে, তবে সেগুলো সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হলো।

অভয় মনোহর সেপ্রে, বিচারপতি

১. আমার শ্রদ্ধেয় ভগিনী বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রার প্রস্তাবিত একটি বিস্তৃত, সুচিন্তিত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ খসড়া রায়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সুবিধা আমার ছিল।

২. আমার বিজ্ঞ সহকর্মী যে যুক্তি ও উপসংহার টেনেছেন, তার সাথে আমি একমত, যা যুক্তির উল্লেখযোগ্যভাবে স্পষ্ট প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে। যাইহোক, এই আপিলগুলির সাথে জড়িত বিতর্কের প্রকৃতি বিবেচনা করে, আমি আমার কয়েকটি শব্দ যোগ করতে চাই।

৩. আমার বিজ্ঞ সহকর্মী ৮ নম্বর অনুচ্ছেদে যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে, এই আপিলগুলিতে নিম্নলিখিত দুটি প্রশ্ন বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছে:

৪. প্রথমত, প্রশ্নবিদ্ধ সালিসি চুক্তিটি কি এমটিএনএল (বর্তমান আপিলকারী) এবং কানারা ব্যাংক (উত্তরদাতা নং ১)-এর মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, নাকি এটি এমটিএনএল, কানারা ব্যাংক এবং ক্যানফিনা (উত্তরদাতা নং ২)-এর মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি এবং যদি এটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়, তাহলে চুক্তিটি ১৯৯৬ সালের সালিসি ও নিষ্পত্তি আইনের (এরপর থেকে "আইন" হিসাবে উল্লেখিত) ধারা ৭(৪)(খ) এবং (গ)-এর শর্তাবলী পূরণ করে কিনা, যাতে সালিসি ট্রাইব্যুনাল পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি সম্পর্কিত উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে।

৫. দ্বিতীয়ত, যদি প্রথম প্রশ্নের উত্তর হয় যে প্রশ্নবিদ্ধ চুক্তিটি একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি, তাহলে ক্যানফিনা কি সালিসি কার্যধারার একটি অপরিহার্য পক্ষ হবে, যাতে বিরোধ সম্পর্কিত পক্ষগুলির পারস্পরিক অধিকার নিষ্পত্তি করা যায়।

৬. আমার পর্যালোচিত মতামত অনুযায়ী, এই চুক্তিটি মূলত এমটিএনএল, কানাড়া ব্যাঙ্ক এবং ক্যানফিনা-র মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি। প্রকৃতপক্ষে, পক্ষগুলির মধ্যে বিনিময় হওয়া নথি, আবেদন এবং আদালতের আদেশ থেকে এটি স্পষ্ট।

৭. যখন কেউ বিরোধের প্রকৃতি পরীক্ষা করে দেখেন তখন এটিও স্পষ্ট হয়। এটি তিনটি পক্ষের মধ্যে এতটাই অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত যে এটি কার্যকরভাবে তখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যখন তিনটি পক্ষকেই সালিশ প্রক্রিয়ার পক্ষ করা হয়।

৮. একবার আমরা আইনের ৭ (৪) (খ) এবং (গ) ধারার প্রয়োজনীয়তার আলোকে তথ্যের উপর বিষয়টি পরীক্ষা করলে, আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে কোনও দ্বিধা নেই যে, প্রশ্নযুক্ত চুক্তিটি আসলে উপরে উল্লিখিত তিনটি পক্ষের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি। আমার মতে, এটি আইনের ৭ (৪) (খ) এবং (গ) ধারার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।

৯. এই আদালত কর্তৃক বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে নির্ধারিত আইনের আলোকে আমার বিজ্ঞ বোন এই বিষয়টি ব্যাপকভাবে মোকাবিলা করেছেন এবং আমি তার যুক্তির সাথে একমত।

১০. আন্তর্জাতিক সালিশগুলিতেও কিছুটা অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে যখন কোনও বিরোধে দু 'টিরও বেশি পক্ষ থাকে তখন সালিশ কার্যধারায় এই ধরনের বিরোধ কীভাবে মোকাবিলা করা উচিত-এটি এক পক্ষের মধ্যে একটি সালিশ কার্যধারায় মোকাবিলা করা উচিত নাকি এটি পৃথক বা সমান্তরাল সালিশ কার্যধারায় মোকাবিলা করা উচিত,

১১. এই প্রশ্নটি বিজ্ঞ লেখক অ্যালান রেডফার্ন এবং মার্টিন হান্টার তাঁদের "ইন্টারন্যাশনাল সালিসি" নামক বইয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। (দেখুন-রেডফার্ন অ্যান্ড হান্টার অন ইন্টারন্যাশনাল সালিসি-ষষ্ঠ সংস্করণ-'জে' "মাল্টিপার্টি সালিসিস" (ক) থেকে (ঙ) থেকে ২.২১২ থেকে ২.২৪৭ পৃষ্ঠা ১৪১ থেকে ১৫৩),

১২. বিজ্ঞ লেখকরা আই. সি. সি এবং এ. এ বিধিমালা, ইংরেজ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আপিলের সিদ্ধান্ত এবং বহু-পক্ষীয় সালিশ সংক্রান্ত আই. সি. সি কমিশনের প্রতিবেদনের প্রেক্ষাপটে উপরোক্ত প্রশ্নটি পরীক্ষা করেছেন। তাঁরা মতামত দিয়েছেন যে, চুক্তির শর্তাবলী এবং এই বিষয়ে প্রণীত যে কোনও বিধি সাপেক্ষে, কোনও অসঙ্গতিপূর্ণ, ফলাফল এবং সমান্তরাল সালিশ কার্যধারা এড়াতে এই ধরনের বিরোধগুলি যতদূর সম্ভব একটি সালিশ কার্যধারায় সমাধান করা বাঞ্ছনীয়।

১৩. যেহেতু সালিসী কার্যধারার মূল উদ্দেশ্য হল দ্রুত এবং একটি সময়সীমার মধ্যে বিরোধগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়া, এই উদ্দেশ্যটি

কেবল তখনই অর্জন করা যায় যখন বিরোধগুলি যতদূর সম্ভব একটি নির্বিচারে কার্যধারায় সমাধান করা হয়। এই ক্ষেত্রে, এই উদ্দেশ্যটি তখনই অর্জন করা যেতে পারে যখন উপরে উল্লিখিত তিনটি পক্ষকে একটি সালিসী কার্যধারায় পক্ষভুক্ত করা হয় যাতে সালিসী ট্রাইব্যুনাল অবশেষে আইন অনুসারে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিরোধের সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়।

১৪. যেমনটি আমার বিজ্ঞ বোন সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, নথিতে যে অবিসংবাদিত তথ্যগুলি স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তা এই আদালতকে "গ্রুপ অফ কোম্পানিজ"-এর সুপরিচিত মতবাদকে আহ্বান করার এবং এই মামলার তথ্যগুলিতে তার নীতি প্রয়োগ করার অধিকার দেয় যাতে সালিসী ট্রাইব্যুনাল উপরে উল্লিখিত তিনটি পক্ষের অধিকার নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়। আমার বিবেচিত দৃষ্টিতে, কেউ আইনি প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক করতে পারে না যে "গ্রুপ অফ কোম্পানিজ" মতবাদটি সালিসী কার্যধারায় প্রযোজ্য এবং যথাযথ ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে (দেখুন-রেডফার্ন এবং হান্টার অন ইন্টারন্যাশনাল সালিসি-ষষ্ঠ সংস্করণ-১.১১৫ পৃষ্ঠা ৩৩,২.৪২-২.৫১ পৃষ্ঠা ৮৫ থেকে ৮৮)

১৫. উপরিউক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, আমি আমার বিদুষী সহকর্মীর যুক্তি এবং সিদ্ধান্তের সাথে সম্মতি পোষণ করছি।

নিধি জৈন **আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal